ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 April, 2024 ■ আগরতলা ৫ এপ্রিল ২০২৪ ইং ■ ২২ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

গোলচক্করে বিজেপির নির্বাচনী সভায়

মোদীর গ্যারাটির উপর মানুষের বিশ্বাস ও ভরসা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। জনগণ শান্তিপূর্ন রাজ্য চাইছেন। প্রধানমন্ত্রী সেই দিশায় কাজ করছেন। নরেন্দ্র মোদীর গ্যারান্টিতেই বিশ্বাস এবং ভরসা রাখছেন সকল অংশের জনগণ। আজ বর্ডার গোলচক্করে আজকের নির্বাচনী জনসমাবেশে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা।

এদিন তিনি বলেন, মোদীর প্রতি এই বিপুল জনসমর্থন ভারতীয় জনতা পার্টির জয়ের বার্তাকে আরও পরিষ্কার করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে বিজেপি জনসম্মুখে গিয়েছে। সরকারি প্রকল্প থেকে যাতে সুবিধাভোগীরা বঞ্চিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

এদিন আরও তিনি বলেন, মোদী মানেই গ্যারান্টি।

নরেন্দ্র মোদী উত্তরপূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের গ্যারান্টি দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন উত্তরপূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন না হলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিবাদমুক্ত ত্রিপুরার দিকে আরও এককদম এগিয়েছে। ত্রিপুরাতে আইন-শৃঙ্খলা জনিত পরিবেশের প্রভূত উন্নতি ঘটে চলেছে,মানুষ এখানে শান্তিতে রয়েছে। দেশের মধ্যে ত্রিপুরা আইন শৃঙ্খলার দিক দিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় আগে জাতপাত নিয়ে রাজনীতি হয়েছে।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন দেশে চারটি জাত রয়েছে। সেটি হল, নারী, যুবক, কৃষক এবং দারিদ্র্য। তাঁদের উন্নয়ন হলে দেশের উন্নয়ন হবে. বিজেপি সরকার সেই দিশায় কাজ করছে। এদিনের এই সভায় বিভিন্ন দল ছেড়ে ১৪৭৮ ভোটার বিজেপিতে যোগদান করেছেন। তাদেরকে দলে স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা।

এনসিনগরে টহলরত সীমান্তরক্ষীর উপর পাচারকারীর হামলা, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৪ এপ্রিল।। প্রায় ৩০ থেকে ৪০ জন ভারতীয় পাচারকারী বুধবার রাত ১১টা ৩০ মিনিট নাগাদ সীমান্ত এলাকায় আরোপিত কার্ফু বিধি ভঙ্গ করে সোনামুড়া থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর গ্রামের নতুন বাড়ি এলাকায় ভারত থেকে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ মাদক জাতীয় সামগ্রী পাচার করার চেষ্টা করছিল। টহলরগত সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা তাদের প্রশ্ন করা মাত্র দুর্বৃত্ত দলটি জওয়ানদের ঘিরে ফেলে এবং ঘেরাও করে চিৎকার করতে শুরু করে "মারো শালো কো'। এরপর দুর্বৃত্ত দলটি কর্মরত জওয়ানদের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে, বিএসএফ-এর ডিউটি পয়েন্টটিকে তছনছ করে, নজরদারি করার অত্যাধুনিক যন্ত্রসামগ্রী বিনষ্ট করে এবং বিএসএফ জওয়ানদের দা ও অন্যান্য ধারালো মারাত্মক হাতিয়ার দিয়ে আক্রমণ করতে থাকে, এরফলে ৩ জন বিএসএফ জওয়ান আহত হয়।

একটি অপরিচিত দুর্বৃত্ত একজন কনস্টেবলকে দা দিয়ে মাথায় আঘাত করতে চেষ্টা করে কিন্তু দায়ের আঘাত লাগে তাঁর পিঠে, তিনি আঘাত এড়াতে পারেননি বলে তাঁর পিঠে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়, উপরন্তু তাঁর মুখমণ্ডল ও নাকে আঘাত লেগেছে ভীষণ। জীবনের প্রতি ভয়ঙ্কর হুমকি এবং সরকারি সম্পত্তি বিনষ্টের সম্ভাব্য বিপদ আসছে অনুমান করে বিএসএফ জওয়ানরা আত্মরক্ষার্থে গুলি চালায় এবং সেই ভয়াবহ দুর্বৃত্ত দলটিকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বিএসএফ-এর জওয়ান এবং সোনামুড়া থানার পুলিশ একযোগে সময়মতো সক্রিয় হয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনে।

তবে এটা জানা গিয়েছে যে উল্লিখিত ঘটনাটি চলাকালে দুই অসামরিক ব্যক্তি আঘাত পেয়েছে। এই দুই আহতের মধ্যে একজনের নাম শহিদ মিয়া, সে দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং অন্যজনের নাম কাবিল হুসেন, সেও দুর্গাপুর গ্রামেরই নিবাসী। এদের দু'জনেই আগরতলায় সরকারি হাসপাতালে এখন চিকিৎসাধীন। বিএসএফ এর ডিআইজি নিকটবর্তী গোকুলনগর থেকে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং পরিস্থিতি নিয়ণের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই প্রতিহত করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সোনামুড়া থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই ঘটনা চলাকালে সীমান্ত এলাকায় কঠোর নজরদারি বহাল রাখতে দুর্বৃত্তদের মোকাবিলায় প্রতিরোধ গড়ে তুলে প্রচণ্ড সাহস দেখিয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে যে এলাকায় সোনামুড়ার সেই এলাকাটিতে কাঁটাতারের বেড়া নেই এবং এই এলাকাটি দিয়ে দুর্বৃত্তরা নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী পাচার করে। তাছাড়া অরক্ষিত এলাকাটি দিয়ে দুর্বৃত্তরা অনুপ্রবেশ করে এবং এসব করতে গিয়ে তারা বিএসএফ জওয়ানদের উপর হামলা চালায়।

রাজধানীতে শুরু চৈত্র মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল ।। আজ থেকে শুরু হয়েছে চৈত্র মেলা। আগরতলা পুর নিগমের নির্ধারিত দিনক্ষণ অনুযায়ী শুরু হল চৈত্রের হাট মেলা। এবারও নিগমের তরফ থেকে শহরের শকুন্তলা রোড ও ওরিয়েন্ট চৌমুহনি সংলগ্ন সড়কে চৈত্র মেলার দোকান নিয়ে বসার সুযোগ করে দিয়েছে ব্যবসায়ীদের।

আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে দুটি স্থানে অস্থায়ী ভাবে বসে ব্যবসা করার জন্য আগেই জায়গা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। মূলত প্লট করে ব্যবসায়ীদের জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। দুটি স্থানে ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রায় ৮০০ টি প্লট বন্টন করা হয়।

এই বছরও আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে কোন প্রকারের অর্থ আদায় করা হয়নি। বিনামূল্যে ব্যবসা করার সুযোগ পাচ্ছেন তারা। আগামী ১০ দিন ব্যাপী চলবে চৈত্র মেলা।

মীরা নাকি বিজেপিতে ?

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। বর্ডার গোল চক্কর এলাকার বাম আমলের ১০ বছরের প্রাক্তন কাউন্সিলার মীরা বিশ্বাস বিজেপিতে যোগদান দিতে চলেছেন।

এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বিগত দিনে জনগণের কাছে নিয়োজিত ছিলাম। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বছর জনগণের স্বার্থে কাজ করা হয়নি। তাতে তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছেন। তাই তিনি বিজেপি দলে যোগদান করে পুনরায় জনগণের কাছে নিয়োজিত হবেন।

তাঁর দাবি, ব্যক্তি স্বার্থে তিনি বিজেপি দলে যোগদান করছেন না বরং জনগণের স্বার্থে যোগদান করবেন।

বরখাস্ত সিধাই থানার এসপিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল ।। সধাই থানার এসপিও সুমন হোসেনকে চাকরি থেকে সাময়িক সময়ের জন্য বরখাস্ত করা হয়েছে। কোনো এক রাজনৈতিক দলের হয়ে সরাসরি নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করায় তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে খবর।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোহনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের এক তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ড় কিরণ কুমার কে স্বাক্ষরিত ডি.ও. নং ৭০৯ মূলে তাকে আজ বরখাস্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য সুমন হোসেনের বিরুদ্ধে গত ২৮ মার্চ ২০২৪ তারিখে মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ২/৩০ পোলিং স্টেশন সংলগ্ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে নির্বাচনী প্রচারে বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বিপ্লব

আমি ত্রিপুরার শিশু, রাজ্যের মানুষ আমাকে তৈরি করেছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৪ এপ্রিল।। আমি ত্রিপুরার শিশু, আপনারা ত্রিপুরার শিশু না, এটা বুঝতে আপনাদের ৬ বছর সময় লেগেছে। বৃহস্পতিবার বিশালগড়ে নির্বাচনী প্রচারে বিরোধীদের আক্রমন করে এমনটাই বললেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব।

সম্প্রতি ইন্ডি জোটের রাজ্য নেতৃত্বরা এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বিপ্লব কুমার দেবকে শিশু বলে সম্বোধন করেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লব কুমার দেব বিরোধীদের আক্রমন করে বলেন, আমি ত্রিপুরার শিশু, আমাকে ত্রিপুরার জনগণ তৈরি করেছেন। আপনারা ত্রিপুরার শিশু না। আপনাদের মত আমার পরিচয় চিন, পাকিস্তান বা রাশিয়া থেকে আসেনি। আমি ত্রিপুরার শিশু, ত্রিপুরার মানুষ আমাকে তৈরি করেছে। ত্রিপুরার মানুষ আমাকে ভালোবাসে, আদর করে। এদিন বিরোধীদের এভাবেই জবাব দিলেন বিপ্লব দেব। এদিনের বিশালগড়ে প্রচার রেলিতে উপস্থিত সাধারণ মানুষের কাছে রাজ্যের দুটি আসনেই বিজেপির পক্ষে মতদান করার আহ্বান করেছেন তিনি।

পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে বৃহস্পতিবার বিশালগড়ে এক রেলি অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুব মোর্চা থেকে শুরু করে মহিলা মোর্চা এবং বিপুল সংখ্যায় বিজেপি নেতা-কর্মী সমর্থকরা এদিনের রেলিতে উপস্থিত ছিলেন। রেলিটি কালীবাড়ি থেকে শুরু করে গোটা বিশালগড় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের উদ্ধার নেশা সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৪ এপ্রিল।। ফের নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল বাজারিছড়ার চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে এএস০১-কিউসি-১০৭৬ নম্বরের একটি অনলাইন সামগ্রী বোঝাই কন্টেনার গাড়ি গুয়াহাটি থেকে ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য চুরাইবাড়িতে পৌঁছালে গাড়িটিতে দলবল নিয়ে যথারীতি তল্লাশি চালান গেট ইনচার্জ প্রণব মিলি।

এতে বিভিন্ন প্যাকেটজাত সামগ্রীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাঁচ বছরের সন্তানকে ফেলে মা পালাল প্রেমিকের সঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৪ এপ্রিল।। প্রেমিকের হাত ধরে স্বামীর ঘর ছেড়ে পালালো এক গৃহবধূ। শুধু মাত্র স্বামীকে ছেড়ে নয় , পাঁচ বছরের পুত্র সন্তানের কথা না ভেবে ঘর ছেড়ে পালালো জন্মদায়িনী মা। প্রেমিক নাগর আবার গৃহবধুর সম্পর্কে মাসতুতো ভাই। এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়তেই ছিঃ ছিঃ রব উঠেছে বিলোনিয়া মহাকুমা জুড়ে।

স্বামীর বাড়ির পক্ষ থেকে স্বর্ণালংকার সহ নগদ টাকা নিয়ে প্রেমিক নাগরের সাথে পালানোর অভিযোগ তুলে রাজনগর পিআর বাড়ি থানাতে মামলা। এরপর থানার উপর আস্থা হারিয়ে বৃহস্পতিবার আদালতে শরণাপন্ন গৃহবধূর স্বামী সহ গৃহবধুর বাপের বাড়ির লোকজন।

জানা যায়, গত ২২ মার্চ গৃহবধু লাবনী দাস প্রমিক বিকাশ দাসের হাত ধরে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। বিকাশ দাসের বাড়ি রাজনগর পিয়ার বাড়ি থানাধীন রাজনগর এলাকায়।

পেশায় অটো চালক। মাসতুতো ভাই বোনের সম্পর্ক হওয়ার সুবাদে বিকাশ দাস , গৃহবধু লাবনী দাসের বাড়িতে আসা যাওয়া করতো। সেই কারনে গৃহবধূ লাবনী দাসের স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ি লোকজনেরা কোন সন্দেহের চোখে দেখেনি। যেহেতু ভাই বোনের সম্পর্ক। গৃহবধু লাবনী দাসের স্বামী অমল দাস। এই অমল দাসের বাড়ি রাধানগর কৃষ্ণপুর এলাকাতে। সামাজিক রীতিনীতি মেনে লাবনী দাসের সাথে অমল দাসের। কিন্তু সব কিছু ঠিক ঠাক থাকলেও নিজের মাসতুতো ভাই বিকাশের হাত ধরে চম্পট লাবনী। এই ঘটনায় স্বভাবতই ছিঃ ছিঃ রব উঠেছে।

মতাদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্বেও বিজেপিকে উৎখাত করতে জোট ঃ জীতেন্দ্র চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৪এপ্রিল।। বিজেপি সরকারকে উৎখাত করতে মতাদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ২৭টি রাজনৈতিক দল মিলে ইন্ডিয়া মঞ্চ গড়তে বাধ্য হয়েছে। আজ কল্যানপুরে নির্বাচনী সমাবেশে একথা বলেন বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন তিনি বলেন, গত ১০ বছর যাবৎ দেশে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে রাজত্ব চলছে তাতে সংবিধান, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো চরম সংকটের সম্মুখীন হয়ে রয়েছে। তাই লোকসভা নির্বাচনে সংবিধান, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে হবে। তাঁর কথায়, দেশে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে। ঐক্যবদ্ধ নতুন ভারত গড়তে ২৭টি রাজনৈতিক দলের মঞ্চ গঠিত হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, কোথায় গেলো জিনিস পত্রের মূল্য হ্রাস। জীবন যৌবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এরা একটা অরাজক দম বন্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। প্রতিশ্রুতির উল্টো রূপ দেখতে পাচ্ছে দেশ বাসী। সব বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। মুষ্টিমেয় কর্পোরেট যারা বর্তমান শাসক দল কে অর্থের যোগান দেয় তাদের কায়েমি স্বার্থ রক্ষায় বিমানবন্দর, রেল, ব্যাংক, খনি, কল কারখানা সব বিক্রি করে দিয়ে এক তানাসাহী পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে দেশের শাসক দল ও সরকার।

জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন যারা দেশের সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, আইন সভা কে সম্মান না করে নাগাড়ে মিথ্যে বলে যায় তাদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার জন্য মতাদর্শগত ফারাক থাকা সত্ত্বেও যারা সংবিধান কে মান্যতা দেয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাদের আস্থা আছে, যারা ধর্ম নিরপেক্ষতাকে সম্মান করে, দেশের একতার প্রতি যারা অনুগত এমন প্রায় ২৬/২৭ টি দল এক ছাতার তলায় এসে ইন্ডিয়া মঞ্চ তৈরী করতে বাধ্য হয়েছে। ত্রিপুরা তেও এর প্রতিফলন ঘটেছে। এখানেও সিপিম কংগ্রেস বাদে প্রায় ৬ টি রাজনৈতিক দল এক মঞ্চে এসেছে। কারণ বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার টা দেশ কে বিক্রি করে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ এর কথা এরা চিন্তাই করছে না। তিনি বলেন দেশের সবচেয়ে বড় দুর্নীতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাল্লুকছড়া বাজারে ইন্ডিয়া জোট প্রার্থীর নির্বাচনী সভায় দুষ্কৃতির হামলা, নিন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ৪ এপ্রিল।। ইন্ডিয়া জোট তথা সিপিএম দলের এক নির্বাচনী সভার উপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পানিসাগর মহকুমায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। হামলা থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যান রাজ্য বিধানসভার তিনবারের বিধায়ক তথা সিপিএম দলের উত্তর জেলা সম্পাদক অমিতাভ দত্ত। এমনটাই অভিযোগ। এই ঘটনার পর ইন্ডিয়া জোটের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘটনার নিন্দা জানানো হয়।

পানিসাগর বিভাগীয় সম্পাদক অজিত দাস সাংবাদিক সম্মেলনে দাবী করেন পূর্ব ত্রিপুরা আসনে বিজেপি জোটের প্রার্থীর পরাজয় নিশ্চিত।কেননা আধা বিজেপি আধা তিপরা মথার প্রার্থীকে নিয়ে গোটা পূর্ব ত্রিপুরায় প্রবল ক্ষোভ রয়েছে। পাহাড়ের মানুষের ভুল ভেঙেছে। মথা এবং বিজেপি পাহাড়ে শক্তি হারাচ্ছে। এতে পরাজয়ের আশঙ্কায় হতাশ হয়ে বিরোধী দলের সভার উপর হামলা সংঘটিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তারা।

মহকুমার জনজাতি এলাকা বলে পরিচিত ভাল্লুকছড়া বাজারে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াংয়ের সমর্থনে একটি নির্বাচনী সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় সভাপতি মণ্ডলীতে ছিলেন মিত্রজয় রিয়াং এবং ব্রজমনী ত্রিপুরা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অপহৃত নাবালিকা উদ্ধার বঙ্গে, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া , ৪ এপ্রিল ।। নাবালিকা অপহরণ কাণ্ডে, অপহৃত নাবালিকা এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনার বিবরণে বৃহস্পতিবার বিলোনীয়া থানায় বেলা ১১ টা ৩০ মিনিটে সাংবাদিক সম্মেলন করে দক্ষিন জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার অশোক কুমার সিনহা জানান, গত ২৬ মার্চ পি আর বাড়ী থানার অন্তর্গত রাঙ্গামুড়ার জুমান মিয়া(২৬) নামে এক ব্যক্তি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৭৬ ▫ ৫ এপ্রিল ২০২৪ ইং ▫ ২২ চৈত্র ▫ শুক্রবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

উষ্ণায়ন বিপদের ঘনঘটা

সভ্যতা যত উন্নত হইতেছে ততই মানুষ পরিবেশের উপর চরম আঘাত আনিতে শুরু করিতেছেন। ইহার ভয়ংকর পরিণতি আমাদের নিজেদেরকেই ভোগ করিতে হইবে। পরিবেশ ক্রমাগত দূষণের ফলে দেশের নদীগুলি ক্রমশ শুকাইয়া যাইতেছে। নদীর শুকাইয়া যাওয়ার প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জয়বায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের বুকে আকর্ষণীয় ও বিখ্যাত বেশ কিছু নদী শুকাইয়া যাইতেছে।একবার তালিকার দিকে নজর দিলেই জানা যাইবে, কত বিখ্যাত নদী শুকাইয়া যাইতেছে বিশ্বে।কলোরাডো নদী- এই তালিকায় সবার উপরে রহিয়ায়ছে করোলাডো নদী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তীব্র দাবদাহে খরা পরিস্থিতি তৈরি হইতেছে বর্তমানে। তাহার প্রভাব পড়িতেছে এই নদীতে। যুক্তরাষ্টেের সাতটি অঙ্গরাজ্য ও মেক্সিকোর প্রায় চার কোটি মানুষের পানীয়, কৃষি ও বিদ্যুতের জন্য এ নদীর জলের উপর নির্ভরশীল। নদী অববাহিকা রক্ষা করিতে এই নদীর জল ব্যবহার কমানোর আর্জি জানানো হইয়াছে।'পো নদী- ইতালিতে উৎস। এই নদীর অ্যাড্রিয়াটিক সাগরে গিয়া পড়িয়াছে। লক্ষাধিক মানুষ জীবিকার জন্য পো নদীর উপর নির্ভরশীল। এই নদীর উপর কৃষিকাজ অনেকটাই নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। গত সাত দশকের মধ্যে বর্তমানে বিপজ্জনক খরাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে এলাকা। ফলে পো নদীর জল দ্রুত শুকাইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটি বোমাও সম্প্রতি মিলিয়াছে পো নদীর তলদেশে।

লয়ার নদী- এই লয়ার নদীটি বেশ কিছু অংশ অগভীর হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে এই নদী-উৎসের বরফ গলিয়া যাওয়ায় নদীর প্রবাহে বিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পরিবর্তন ঘটিয়াছে জলস্তরেও। বৃষ্টির অপ্রতুলতায় বহু জায়গায় শুকাইয়া যাইতেছে নদী। মানুষ এই নদী দিয়া হাটিয়াই পার হইয়া যাইতেছে।

পরিবেশের উপর এই বিপজ্জনক প্রভাবের দায় আমরা নিজেরা কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিব না। পরিবেশ দূষণের জন্য আমরা নিজেরাই পুরো ভাগে দায়ী। পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব নামিয়া না আসিলে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছাইত না। এই দায় মাথায় নিয়া পরিবেশকে নির্মল রাখিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে অঙ্গীকার গ্রহণ করিতে হইবে। পরিবেশ নির্মল রাখিবার জন্য প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব পালন করিলে এই জটিল সমস্যা হইতে উত্তরণের পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। অন্যথায় পরিস্থিতি যে পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতেই আমাদের ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন হইতে হইবে। এই সংকট মোকাবেলা করিয়া বাচিয়া থাকা সম্ভব হইবে কিনা তাও প্রশ্ন চিহ্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেকে সচেতন হইলে এই জটিল সমস্যাও সহজতর হইয়া উঠিবে। এজন্য প্রত্যেককেই নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।

মাথাভাঙার সভা থেকে বিজেপিকে কটাক্ষ মমতার

মাথাভাঙা, ৪ এপ্রিল (হি. স.): বৃহস্পতিবার মাথাভাঙার সভা থেকে বিজেপিকে কটাক্ষ করলেন মমতা। তিনি কেন্দ্রকে কটাক্ষের সুরে বলেন, 'আজ মিটিং করতে আসবেন বাবুরা, দেখবেন কত কাঁদবে। কত কুমিরের অশ্রু বইবে। ১১ লাখ বাড়ির তালিকা আমরা দিয়েছিলাম, তিন বছর ধরে আবাসের টাকা দেয় না, রাস্তাঘাটের টাকা দেয় না, রাস্তাঘাটের টাকা দেয় না, আমরা কী খারাপ করেছিলাম? ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা, রাস্তার কাজে বাংলা প্রথম ছিল।'

বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গে জোড়াসভা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই সভা থেকেই পুরোদমে উত্তরবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করে দিলেন মমতা। এদিন প্রথম সভাটি কোচবিহারের মাথাভাঙার গুমানির হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে। তৃণমূল প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বাসুনিয়ার সমর্থনে সভা করেন। দ্বিতীয় জনসভা জলপাইগুড়ির মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের মাঠে। সেটি তৃণমূল প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়ের সমর্থনে।

বাবার আশীর্বাদ নিয়ে দিনের শুরু, কর্ণাটকের মান্ড্য থেকে মনোনয়নপত্র পেশ কুমারস্বামীর

মান্ড্য, ৪ এপ্রিল (হি.স.): কর্ণাটকের মান্ড্য লোকসভা আসন থেকে মনোনয়ন পত্র পেশ করলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিএস-বিজেপি প্রার্থী এইচ ডি কুমারস্বামী। বৃহস্পতিবার বিজেপি নেতা বি এস ইয়েদুরাপ্পা-সহ অন্যান্যদের উপস্থিতিতে মান্ড্য লোকসভা আসন থেকে মনোনয়ন পত্র পেশ করেছেন কুমারস্বামী।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা জেডিএস প্রধান এইচ ডি দেবেগৌড়া এবং মায়ের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নিয়ে দিনের শুরু করেন কুমারস্বামী। ছেলের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন দেবেগৌড়া। এরপর মান্ড্যর শ্রী অর্কেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন কুমারস্বামী। সবশেষে মান্ড্য লোকসভা আসন থেকে মনোনয়ন পত্র পেশ করেছেন কুমারস্বামী। এদিন বিজেপি নেতা তথা কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা বলেছেন, 'এইচডি কুমারস্বামী ১০০ শতাংশ বড় ব্যবধানে জয়ী হতে চলেছেন, আমার মতে, আমরা কর্ণাটকের ২৮টি লোকসভা কেন্দ্রের সবকটিতেই জিততে চলেছি।'

আরজেডি ১৫ বছরে কিছুই করেনি : নীতীশ কুমার

জামুই, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : আরজেডি ১৫ বছরে কিছুই করেনি, বৃহস্পতিবার এই মন্তব্য করেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। এদিন বিহারের জামুইতে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় ভাষণে একথা বলেন নীতীশ কুমার।

তিনি এদিন জনসভা থেকে আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অনেক কাজ করেছেন। আপনি কর্পুরী ঠাকুরকে ভারতরত্ন দিয়েছিলেন যা আমাদের দাবি ছিল, মানুষ একথা কোনওদিন ভুলবে না। আমরা এনডিএ-র সঙ্গে ২০০৫ সাল থেকে একসঙ্গে কাজ করছি। যে গতিতে তাঁরা কাজ করেছে তা অপরিসীম। আরজেডি কেবল কথাই বলতে পারে, কিন্তু যখন তাঁরা ১৫ বছর পেল তাঁরা কোনও কাজই করেনি। আরজেডি—র শাসনকালে সন্ধ্যার পর মানুষ ঘরের বাইরেও যেতে পারত না বলেও ক্ষোভ উগড়ে দেন নীতীশ কুমার।

জালোর থেকে লড়ছেন গেহলট পুত্র বৈভব, কেন্দ্রের সমালোচনায় সরব কংগ্রেস প্রার্থী

জালোর, ৪ এপ্রিল (হি.স.): এবারের লোকসভা নির্বাচনে রাজস্থানের জালোর সংসদীয় আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলটের ছেলে বৈভব গেহলট। বৃহস্পতিবার জালোর সংসদীয় আসন থেকে মনোনয়নপত্র পেশ করেছেন গেহলট পুত্র বৈভব।

এদিন মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার পরই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সমালোচনায় সরব হয়েছেন বৈভব। তিনি বলেছেন, 'কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি যা জলোরে পৌঁছানো উচিত ছিল তা এখানে পৌঁছায়নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন ভ্রমণের শতবর্ষ

শোভনলাল চক্রবর্তী

দেশটার নাম চিন। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ চিনে গিয়েছিলেন। ভ্রমণ করেছিলেন ৪৯ দিন। বক্তৃতা করেছিলেন নানা জায়গায়। তখন এক উত্তাল সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে চিন। আর পরিবর্তনের সেই ঝোড়ো হাওয়ায় কী বলবেন কবি, সেই দ্বিধা ছিল তাঁর প্রথম বক্তৃতাতেই: আপনাদের ধর্ম এবং প্রথা সম্পর্কে এত বিরোধী মতামতের কথা আমি পড়েছি যে ভাবছিলাম এঁরা আমাকে কিসের জন্য আমন্ত্রণ করেছেন, এঁদের কল্যাণের জন্য কোন বাণী বহন করে নিয়ে যাওয়া আমার কর্তব্য। নিজের দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আসার খবর পেয়ে একটি পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখছে, পশ্চিম, এমনকী সমস্ত পৃথিবী আজ রক্ত- লাল মেঘে এবং ঈর্ষার ঘূর্ণি-ঝড়ে আবর্তিত। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক রাজনৈতিক দল পরস্পরের দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে, পুরুষকণ্ঠে প্রতিহিংসার গান গাইছে, লোহা ও বন্দুকের সুরের সঙ্গে মত্ত হয়ে নাচছে। শুধু রবীন্দ্রনাথ এক বিরাট পুরুষের মতো হিমালয় ও আল্পসের চূড়ায়, ভোরের শান্ত উজ্জ্বল আলোয় দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে মানুষের কাছে শান্তি ও প্রেমের বাণী উচ্চারণ করছেন। রবীন্দ্রনাথ মুলত শুনিয়েছিলেন শান্তির কথা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের কথা। আর সেই কথাগুলো আজকের এই দুঃ সময়েও প্রাসঙ্গিক। কিন্তু বিনা বিতর্কে তাঁর কথাগুলো চিনে গৃহীত হয়নি। ক্রমেই জমে উঠছিল সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিক্রিয়া, প্রতিরোধও। এমনকী, পেইচিং বক্তৃতামালার দ্বিতীয় দিনে ছাত্রেরা হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে বিলি করল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে। শিশিরকুমার দাশের করা তার অনুবাদ থেকে বোঝা যায় কতটা তীব্র ছিল প্রতিক্রিয়া: আমাদের কৃষি চাষীর ক্ষুধা নিবারণে অক্ষম, আমাদের শিল্প কুটির শিল্প মাত্র, আমাদের নৌকা, আমাদের যান বাহন দিনে কয়েক মাইলের বেশি যেতে অসমর্থ, আমাদের পথঘাট আমাদের শৌচাগার, আমাদের রন্ধনশালা পৃথিবীর চোখে হাস্যকর। অথচ রবীন্দ্রনাথ বস্তুসভ্যতার আধিক্যের জন্য আমাদের তিরস্কার করছেন। তাই আমরা তাঁর প্রতিবাদ করতে বাধ্য।... রবীন্দ্রনাথ বলছেন ব্রহ্মের কথা আত্মার মুক্তির কথা। এই অকর্মণ্য তত্ত্বের বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি। রবীন্দ্রনাথ সাংহাই পৌঁছবার দু'দিন পরে চিনা কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম যুগের নায়ক মাও তুঙ একটি পত্রিকায় ''রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের প্রত্যাশা'' প্রবন্ধে লিখলেন, 'রবীন্দ্রনাথের কাছে যে উপহার আমরা প্রত্যাশা করি তা আধ্যাত্মিক জীবনসাধনা নয়, সেই শূন্যগর্ভ গীতাঞ্জলি নয়, বরং সেই বেদনা ও উৎসাহ জাগানো 'একলা চলো রে'। রবীন্দ্রনাথের চিনে দেওয়া বক্তৃতাগুলি পরে সংকলিত হয়েছে 'টকস ইন চিন' প্রবন্ধমালায়। ১৯২৪-এই তার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সে বইয়ে ছিল সে বছর ১২ এপ্রিল থেকে ৩০ মে চিনে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের কিছু বক্তৃতা। সেগুলি বক্তৃতা হিসেবেই ছাপা হয়েছিল, স্থাননির্দেশ-সহ। তখনও তাদের ছেঁটেকেটে মিলিয়েমিশিয়ে প্রবন্ধ করা হয়নি। সেটা হয়েছিল ১৯২৫-২ এর সংস্করণে। তার ভূমিকায় প্রশান্তচন্দ্র - মহলানবিশ জানাচ্ছেন, বক্তৃতাগুলি এই প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে এবং ''দ্য এ টেক্সট ইজ বেসড মেনলি অন নিউজপেপার রিপোর্টর্স অ্যান্ড হ্যাজ নট বিন রিভাইজড বাই দ্য পোয়েট''। নিশিদিনমান কর্ম-অনুরত যে প্রবীণ প্রাচীন চিনের বইয়ে-পড়া ছবি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিনে গিয়েছিলেন তার সঙ্গে বাস্তবের তফাত ঘটে গিয়েছিল অনেকটাই। কিন্তু সেই রক্ত-লাল মেঘ যেন আজকের অসহিষ্ণু সময়েরও প্রতীক। একশো বছর আগে রবীন্দ্রনাথ যে চিন ভ্রমণে গিয়েছিলেন, সে ঘটনার অনেক রকম তাৎপর্য ছিল, রবীন্দ্রজীবনে, এবং আরও বৃহত্তর অর্থে রবীন্দ্রনাথের সূত্রে বাংলার ভাবনাজগতে। ফলে এক বার শতবর্ষ আগের সেই ঘটনাকে ফিরে দেখা যেতে পারে। রাষ্ট্রশক্তির মত্ততা ও সভ্যতার প্রজ্ঞা এ-দুইয়ের পার্থক্য রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কাল পর্বে নানা ভাবেই করে চলছিলেন। বলছিলেন যে, যখন রাষ্ট্রশক্তি মত্ত হয়ে ওঠে তখনই সভ্যতার সঙ্কট প্রকট হয়। এশিয়ার তিনটি প্রধান ''রাষ্ট্র'' হিসাবে নয়, এশিয়ার প্রধান তিনটি ''সভ্যতা'' হিসাবে তিনি ভারতবর্ষ, চিন ও জাপানের নামোল্লেখও করেছিলেন। চিন ও জাপান এই দুই দেশে ভ্রমণের সময় সেখানকার সভ্যতার প্রতি তিনি শ্রদ্ধানিষ্ঠ। চিন ও জাপান সফর তাঁর কাছে এক ভিন্ন অভিজ্ঞতার দরজা খুলে দিল, সেই দুই ভূখণ্ডের শাসকদের দেখলেন তিনি,রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশে তাঁরা কতই সচেষ্ট ও উদগ্রীব। সমালোচনা করলেন, সেখানে দাঁড়িয়েই। রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা তাঁদের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন হয়েছিল। ফলে রবীন্দ্রনাথ সেখানকার প্রশাসক ও জনমণ্ডলীর কাছে আদৃত হননি। শুধু কি দেশের বাইরে চিন ও জাপান নিবাসীরাই রাষ্ট্রশক্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্র- সমালোচনায় বিরক্ত? এ বিরক্তি ও বিরাগ তো ''রবিবাবু'' সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয়দেরও ছিল। রবীন্দ্রনাথের চৈনিক বন্ধুরা তাঁকে শ্রদ্ধাভরে ''চু চেন-তান'' নামে ডাকতেন, অর্থ ভারতের বজ্র-নির্ঘোষী সূর্য। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা রাষ্ট্রক্ষমতা বিরোধী বজ্রনির্ঘোষ। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, অহংকার থেকেই নিজের সামর্থ সম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাস তৈরি হয়, সেই অহংকারের মধ্যেই নিহিত থাকে বিচ্ছিন্নতা ও আত্মধ্বংসের বীজ। ....এশিয় সভ্যতা বিচ্ছিন্নতায় নয় সম্মিলনে বিশ্বাসী। ''রাষ্ট্র ও সভ্যতা এ-দুইয়ের পার্থক্য মূলত কোথায়? রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার সূত্রে বলা চলে রাষ্ট্র সমকালের সাফল্য ও লাভ- ক্ষতির হিসাব দ্বারা চালিত। প্রশাসকেরা রাষ্ট্রের নামে এই মুহূর্তেই সব কিছু দখল করে স্বদেশবাসীকে জগৎসেরা বলে প্রমাণ করতে চান। তাঁদের ক্ষমতার সিংহাসনে অধিষ্ঠান করতে হয় বলেই সমকালীন সময়ে কী ভাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় তাই কেবল বিবেচ্য। দেশের সাম্প্রতিক চাকচিক্য প্রদর্শনই তাই রাষ্ট্রশক্তির লক্ষ্য। এই বর্তমানের চাকচিক্য প্রদর্শনের জন্য ভবিষ্যৎ যদি জলাঞ্জলি দিতে হয় তাও সই। প্রকৃতি ও অপরাপর মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাষ্ট্রশক্তি সমকালীনকে সত্য ও বাস্তব বলে দাবি করতে চায়। সেটুকু নিয়েই তার কারবার। অপর দিকে সভ্যতা সমন্বয়ের আদর্শে বিশ্বাসী। তা নদীর ধারার মতো, দু'পাশের মানুষ ও প্রকৃতি সেই জলধারায় পরিপুষ্ট। তা পারম্পর্যে বিশ্বাসী। সাহিত্য সম্বন্ধীয় আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ শতাব্দীপ্রাচীন চৈনিক কবি লি পো-কে ''আধুনিক'' কবি বলে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে লি পো-র কবিতা সাম্প্রতিকের খণ্ডতায় বিচ্ছিন্ন নয়। তাঁর কবিতার আধুনিকতা চিরন্তন আধুনিকতা। রাষ্ট্র বাস্তবতাবাদী। বর্তমানের ''আধুনিক''ই তার বিবেচ্য। আর সভ্যতার মধ্যে থাকে ''চিরন্তন আধুনিক''-এর বীজ। তা কাল থেকে কালান্তরে চলে। শতাধিক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চিন দেশে গিয়ে নানা সূত্রে রাষ্ট্র ও সভ্যতার প্রসঙ্গে যে কথাগুলি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই কথাগুলি আবার নতুন করে ভাবার কারণ কী? এই মুহূর্তে ভারত ''রাষ্ট্র'' হিসাবে প্রবল হয়ে উঠতে গিয়ে ''সভ্যতা''র সমন্বয়ী দিকগুলিকে বহু ক্ষেত্রেই অস্বীকার করতে চাইছে। ভারতবর্ষীয় সভ্যতা সমন্বয়ী সভ্যতা। এই সমন্বয় বহুস্তরী। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সমন্বয়, এক ধর্মের সঙ্গে অপর ধর্মের সমন্বয়, ধনীর সম্পদের সামাজিক দায়িত্বের সমন্বয়ী ভাবনা সবই এর মধ্যে পড়ে। ভারতে এই সময় যে আত্মপরিচয়ের রাজনীতিকে রাষ্ট্রশক্তি বড় করে তুলছে তা সভ্যতার এই সমন্বয়ী ধারাটিকে বিনষ্ট করতে উদ্যত। বর্তমানের চাকচিক্য তা আপাত ভাবে বুঝতে না দিলেও সমন্বয়ের অভাব স্পষ্ট হয়ে উঠছে- এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর দূরত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর সুযোগ- সুবিধা নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রশক্তিকামী ভোট রাজনীতির লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ চিন দেশের বক্তৃতায় যীশুর ধর্মীয় দর্শনের অনুষঙ্গে বলেছিলেন ''দ্য মিক শ্যাল ইনহেরিট দি আর্থ'': দুর্বলরা এক দিন এই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে। এই মুহূর্তে ভারতীয় রাষ্ট্রবাদী রাজনীতি এই কথাটিকে যেন ভেংচি কাটছে, তাচ্ছিল্য করছে। উচ্চকণ্ঠ রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিকতার এই খণ্ডদর্শনকে নরেন্দ্র মোদী যুগের ভারতবর্ষীয় সভ্যতা শ্রেষ্ঠ পন্থা হিসাবে মেনে নিয়ে ক্ষমতাবিগলিত হয়ে আছে। রবীন্দ্র-প্রজ্ঞার তাৎপর্য সে দেশ বুঝবে কি? (সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

তীর্থস্থানের বিপন্নতা না থাকলে মরুতীর্থ হিংলাজের মতো সিনেমা হত না

তীর্থে যাওয়ার পথ বুঝি এত সুগম না হলেই ভাল হত। তাতে সরকারি মদতে অহেতুকভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে এক থেকে একাধিক হোটেল স্থাপন করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে 'চ্যারাগ বাতি' জ্বালাতেও হত না, আবার তীর্থযাত্রী তথা ভ্রমণ-পিপাসুর হাতে সহজলভ্য পুণ্য-লাড্ডু দেওয়ারও প্রয়োজন হত না। উমাপ্রসাদ, সুবোধ চক্রবর্তী কিংবা শঙ্কু মহারাজরা বোকার মতো ভ্রমণ-কাহিনি কিংবা তীর্থাভিযানের কাহিনি লিখে অমর হতেন না। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

যমুনোত্রী যাওয়ার পথ তৈরি করার পথেই সেদিনের বিপর্যয়টা ঘটে গেল। শ্রমিকরা আটকে পড়লেন এবং ১৭ দিনের দীর্ঘ তথা রুদ্ধশ্বাস পরিশ্রমের পর শ্রমিকরা উদ্ধারও পেলেন। বস্তুত এই বিপর্যয়ের উদ্ধারকর্ম নিয়ে আমাদের কোনও বক্তব্যও নেই, বক্তব্য আছে শুধু এই পথ-সৃষ্টির আরম্ভ নিয়ে। আর সেই প্রসঙ্গে যে কথাটা প্রথম আসে— সেটা হল 'তীর্থ'। সরকার অগণিত ভক্ত-দর্শনার্থীর তীর্থে যাওয়ার পথ তৈরি করে দিচ্ছিলেন, যাতে যমুনোত্রীর তীর্থস্থানে পৌঁছতে কোনও কষ্ট না হয়। তবে কিনা প্রশ্ন একটা এসেই যায় যে, এই তীর্থপথ পরিষ্কার, সুন্দর করে দিলে তীর্থযাত্রীদের থেকেও দেশি-বিদেশি অনন্ত ট্যুরিস্টের সুপরিষেবায় সরকারের অর্থাগমের পথও অধিক পরিষ্কার হবে কি না।

শুধু তীর্থ-ভাবনায় যদি যমুনোত্রীর পথের কথা ভাবেন, তাহলে বলব— এই পথ-নির্মাণের চেষ্টায় তীর্থ-দর্শনের প্রথম এবং প্রধান তাৎপর্যই ব্যাহত হয়। তীর্থ মানে কী, তীর্থ কাকে বলে— এটা যদি জানতে চান তাহলে বলব, 'তীর্থ' শব্দটার মধ্যেই তীর্থ যাওয়ার আসল ইঙ্গিত আছে। 'তীর্থ' শব্দটি যে ধাতু বা ক্রিয়াপদ থেকে আসছে— সেটা হল 'তু'। 'তু' ধাতুর অর্থ হল পার হয়ে যাওয়া— তরতি। অনেক পথ পার হওয়া, অনেক বিপদ পার হওয়া, নদী পার হওয়া, এমনকী, পরীক্ষা পাশ করার ব্যাপারটাও ওই 'তু' ধাতু থেকে: উত্তীর্ণ হওয়া। যেমনটা মহাভারত সাবধান করে বলেছে— যার পার পাবে না, তার তরে যাওয়ার চেষ্টা কোরো না— ন তৎ তরেৎ যস্য ন পারমউত্তরেৎ। 'উত্তরেৎ' মানে উত্তরণ— হয়তো তার জন্য সন্তরণ করে পারে যাওয়া।

তার মানে, তরণ, উত্তরণ, সন্তরণ— এই সবের নেপথ্যে একটা বড় পরিশ্রমের ব্যাপার আছে এবং 'তরণ' ব্যাপারটা অর্থাৎ পার হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা যেহেতু নদী, কিংবা বৃহৎ জলস্থানের সঙ্গে যুক্ত, তাই গুপ্তযুগের সংস্কৃত কোষকার অমরসিংহ 'তীর্থ' শব্দের প্রথম মানে করেছেন— 'জলাশয়' এবং বেদমূলক শাস্ত্র— দুই জায়গাতেই প্রচুর সাঁতরে পারে উঠতে হয়— নিপানাগমযোস্তীর্থম 'তীর্থ' শব্দের তৃতীয় অর্থ অমরকোষের মতে— ঋষিরা যেসব জলস্থানের কাছাকাছি তপস্যা করেছেন অথবা যেসব জলস্থান ঋষিরা তপস্যার প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন— সেগুলিও তীর্থ নামে পরিচিত হবে, 'তীর্থমঋষিজুষ্টে জলে গুরৌ'। শেষ শব্দে গুরু কিংবা উপাধ্যায়কেও 'তীর্থ' বলে। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জলাশয়ও নয়, ঋষি-সৃষ্ট জলস্থানও নয়, আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল— তীর্থ শব্দের ধাতুগত অর্থ— পার হওয়া। আমার তীর্থগুরু যাকে বলেছেন

আমার পিতা-পিতামহের কাল থেকে চারধামের নাম শুনে আসছি। কিন্তু সেই সময়ে বেশিরভাগ রাস্তাই হেঁটে পার হতে হত। তাতে একজীবনে একটা মাত্র ধাম স্পর্শ করে আসাটাও সম্ভব হত না। সেকালে খুব কৃতি পুত্র-সন্তানের সর্বাতিশয়ী কৃতিত্ব ছিল এইরকম একটা মৌখিক আড়ম্বরে যে, আমি বাবা-মাকে পুরী করিয়েছি, গয়া-কাশী-বৃন্দাবনও করিয়েছি। চার ধামের যে ধারণা বদ্রীনাথ থেকে শুরু হত, সেই ব্যাসদেবের তপোভূমি, স্বয়ং ঈশ্বর-প্রমাণ নরনারায়ণের তপস্যাস্থল সেই বদরিকাশ্রম, যা পরে 'বদ্রীনাথে' পরিণত হয়েছে, হিমালয়ের এই অন্তরাল তীর্থ অনেকের কাছেই অধরা ছিল অগম্যতার জন্য।

তবু এই বাংলা থেকে ওঁরা সেতুবন্ধ রামেশ্বরে যেতেন সেকালেও— চার ধামের অন্যতম। বহুল দূরত্বও সম্ভবত পার্বত্য বদ্রীনাথের চেয়ে মানুষের কাছে সাধনীয় অথবা সাধ্যাবধি এক তীর্থের প্রকরণ। এই চারের মধ্যে নীলাচলে জগন্নাথই বোধহয় তীর্থযাত্রার ইচ্ছাপূরণ ঘটিয়েছে সবচেয়ে বেশি। আমরা এইসব প্রধান তীর্থের কথা ছেড়েই দিলাম, পরবর্তী কালে ছোট-বড় এবং মাঝারি যে কত তীর্থের উৎপত্তি হয়েছে, তা একদিকে যেমন মহাভারতের তীর্থযাত্রা পর্বগুলি থেকে পরিষ্কার হয়ে যাবে, তেমনই অসংখ্যেয়-ভাবে প্রায় অনির্ণেয় স্থানে কত যে তীর্থের মাহাত্ম্য--- স্কন্দ-পুরাণ, শিব-পুরাণ, পদ্ম-পুরাণ, গরুড়-পুরাণ, কিংবা অগ্নিপুরাণে বর্ণিত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই! আসলে এখানে প্রাচীন তীর্থগুলি জুড়ে গেছে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের তীর্থগুলিতে— বৈষ্ণব তীর্থ, শাক্ত তীর্থ, শৈব তীর্থ। তাতে পূর্বোল্লিখিত প্রাচীন তীর্থগুলির চেয়ে বিশেষ-বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তদের কাছে শাক্ত পীঠ, শৈব মহাস্থানগুলি এবং বৈষ্ণবদের ভগবল্লীলাভূমি অধিক মহনীয় হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এতসব স্বতোবিভিন্ন তীর্থনামের চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হল—তীর্থে যাওয়া নয়, লোকে বলে তীর্থ করতে যাচ্ছি। বস্তুত তীর্থ করার মধ্যে একটা বিশাল পরিশ্রম লুকিয়ে থাকে এবং সেই পরিশ্রমের সঙ্গে ছোটখাটো বিপদ। সেগুলো পার হয়ে মূল তীর্থে যাওয়াটাই তীর্থ করা। হয়তো এই কারণেই অমরকোষের টীকাকার ক্ষীরস্বামী তীর্থ বলতে শুধু মাত্র জলাশয় বা জলস্থান নদীই বোঝেন না শুধু, তাঁর মতে তীর্থে যাওয়ার জন্য পথ পার হওয়াটার মধ্যেই তীর্থের তাৎপর্য— তরতি অনেন তীর্থম এই পথ পার হওয়াটাই তীর্থ করার তপস্যা, যাতে অনেক জন্মার্জিত পাপও তরণ করা যায়— তরতি পাপাদিকং যস্মাৎ।

এক বৈষ্ণব মহাকবি বলেছিলেন, 'তীর্থযাত্রা-পরিশ্রম/সকলি মনের ভ্রম।' অর্থাৎ কিনা এই ভক্ত কবি তীর্থযাত্রার পরিশ্রম করতে চান না, বরঞ্চ ঘরে বসে ঠাকুরের সেবার্চনা করতে চান, কিন্তু তার কথায় নঞর্থকভাবে তীর্থ-যাত্রার পথ-পরিশ্রম রীতিমতো সযৌক্তিক হয়ে ওঠে। তাতে কিন্তু একাধারে এটাও পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, তীর্থ যাওয়ার পথ যদি এক্কেবারে মসৃণ হস্তামলকবৎ হয়ে ওঠে, তাহলে সেটা অনেকটাই অনলাইনে পুজো দেওয়ার মতো ব্যাপার হবে। সবচেয়ে বড় কথা, যারা তীর্থ-দর্শনের পুণ্য-ভাবনা মাথায় রেখে শুধু ভ্রমণ-সুখের জন্য— অগম্য দুর্গম স্থানে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখার যন্ত্রণা-সুখ অনুভব করতে যান, তাঁরাও প্রায় সময়েই ওই তীর্থস্থানেই। ভ্রমণের মধ্যে যদি কোনও বিপন্নতা, কোনও কষ্ট না থাকত তাহলে 'মরুতীর্থ হিংলাজ' মতো একটা সিনেমাও হত না, আর উমাপ্রসাদ, সুবোধ চক্রবর্তী কিংবা শঙ্কু মহারাজরা বোকার মতো ভ্রমণ-কাহিনি কিংবা তীর্থাভিযানের কাহিনি লিখে অমর হতেন না।

আমি নিরিখে ভাবি— তীর্থে যাওয়ার পথ বুঝি এত সুগম না হলেই ভাল হত। তাতে সরকারি মদতে অহেতুক-ভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে এক থেকে একাধিক হোটেল স্থাপন করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে 'চ্যারাগ বাতি' জ্বালাতেও হত না, আবার তীর্থযাত্রী তথা ভ্রমণ-পিপাসুর হাতে সহজলভ্য পুণ্য-লাড্ডু দেওয়ারও প্রয়োজন হত না। আমাদের বাংলার বাঘের তৃতীয় পুত্র উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মা যোগমায়া দেবীকে নিয়ে ১৯২৮ সালে হিমালয়ে যান। তারপর থেকে উমাপ্রসাদ হিমালয়ের বাৎসরিক পরিব্রাজক হয়ে যান। মহাভারতে গঙ্গাবতরণ তীর্থের কথা আছে। উমাপ্রসাদের একটা ভ্রমণ-কাহিনির নামও 'গঙ্গাবতরণ'। গঙ্গার সেটা অবতরণ-স্থান বটে, কিন্তু তীর্থ বা ভ্রমণ-কৌতুকীর কাছে সেটা তরণ অথবা উত্তরণ করে পার পাওয়ার অভিযান। সহজে যেখানে যাওয়া যায় সেরকম জায়গা ছেড়ে এমন দুর্গম স্থানে পথ না তৈরি করার মহিমা বুঝিয়েই উমাপ্রসাদ লিখেছেন--- '১৯৫২ সাল। মে মাস। আবার কেদার-বদরী-যাত্রার উদ্যোগ করছি।

কিছুদিন আগে ভাইপো বিলেত থেকে ফিরেছে। বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান-বিষয়ে গবেষণা করছে। সব কিছু নিজের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে দেখে, যার প্রমাণ পায় না তা মানতে চায় না। আমার যাওয়ার খবর শুনে বলে, আবার কেদার-বদ্রী চললে কেন? একবার ত ঘুরে এসেছ। যাও না, ইউরোপ দেখে এস। ও-দিকে ত কখনো যাও-ই নি। অনেক কিছু নতুন দেখবে। আর যদি পাহাড়েই বেড়াতে চাও— চলে যাও সুইজারল্যান্ডে। কী অপূর্ব দেশ! পাহাড় পাবে, স্নো পাবে, লেক পাবে। যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, তেমনি ট্যুরিস্টদের থাকার সুবন্দোবস্ত। পায়ে হাঁটার কষ্ট নেই, চটিতে থাকার অসুবিধে নেই। সব কিছুই হাতের কাছে পাবে, এমন কি পাহাড়ের বরফ-ঢাকা চূড়ায় পর্যন্ত ট্রেনে করে পৌঁছে দেবে!

চুপ করে শুনি, আর হাসি।

তারপরে বলি, হাঁ— তাইত গল্প শুনি, বই-এ পড়ি, ছবিও দেখি। পাসপোর্টও ত করা আছে। কিন্তু তবুও যাওয়া হচ্ছে কই? যখনি সুযোগ আসে তখনি হিমালয়ের দিকেই মন ছোটে,— বার হয়ে পড়ি। যেতেই হয়। ভাইপো হাসে। বলে, আশ্চর্য! তোমাদের এ-সব বুঝি না কিছু। বুঝেও কাজ নেই আমার! তারপর, একাই যাত্রা করি। যাত্রা সাঙ্গ করে ফিরেও আসি--- পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি নিয়ে।

বছর ঘুরে যায়। আবার মে মাস আসে। হিমালয়ের দুর্নিবার আকর্ষণ ঘর-ছাড়া মনকে আবার পথে টানে। যাত্রার আয়োজন করি।

ভাইপো খবর শুনে কাছে এসে দাঁড়ায়। হাসে। বলে, পাগল হলে নাকি? আবার চলেছ কেদার-বদরী? এইত সেদিন ঘুরে এলে?

তারপর, আবার পশ্চিম-যাত্রার পরামর্শ দেয়, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রোজ্জ্বল প্রগতির পরিচয় দেয়। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা— সত্যি বলো ত ওখানে বারবার গিয়ে কি কোন আনন্দ পাও? উত্তর দিই, পাই বই কি। নিশ্চয় পাই এবং আশাতীত পাই। নইলে যাবোই বা কেন? কেউ তে এখান থেকে জোর করে পাঠায় না। তবে, কেন যে যাই, কি যে পাই— বোঝাতে পারি না। ভাইপো গম্ভীর হয়ে বলে, চলো, এবার আমিও যাব তোমার সঙ্গে। একবার দেখে আসি, কি আছে ওখানে। পারবো না যেতে?— শুনেছি নাকি খুব কষ্টকর পথ? যে- কেউ আসে কেদার-বদরী-যাত্রার পরামর্শ নিতে, নিঃ সঙ্কোচে যেতে উৎসাহ দিই। বলি, দ্বিধা না করে বেরিয়ে পড়ুন। কোনও ভয় নেই। সুবিধে-অসুবিধের, বাধা-বিপত্তির হিসেব-নিকেশ করতে যাবেন না, করলেই হিসেব মিলবে না, যোগে ভুল হবে— যাওয়ায় বাধা ঘটাবে। বার হয়ে পড়লেই দেখবেন, ঠিক ঘুরে এসেছেন।

ভাইপোর বেলায় কিন্তু বলতে দ্বিধা জাগে। ভাবি, সত্যিই ত পথের অত অসুবিধা, গৃহ-সুখের সন্ধান নেই— যদি কোনও ক্লেশ বোধ করে!

তবুও বলি, বেশ ত চলো না, হাজার-হাজার লোক চলেছে, আর তুমি পারবে না? নিশ্চয় পারবে। তবে, পথের কষ্টটুকু স্বীকার করে নিও। চোখ ও মন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রেখো--- অপার আনন্দ পাবে। দুজনে বেরিয়ে পড়ি। হিমালয়ে পথ-চলার অভিনব জীবন তার শুরু হয়। চারিদিকের বিচিত্র আবেষ্টনীর সঙ্গে সে নিজেকে সুন্দর-ভাবে মানিয়ে নেয়। দুর্গম পথের দুরূহতাও হাসিমুখে বরণ করে।

পথ চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করি, সামনের চড়াইটা ওঠবার জন্যে একটা ডাণ্ডী বা ঘোড়া করব নাকি? সে তখনি প্রতিবাদ জানায়। বলে, না, নাঃ—চমৎকার চলেছি। ধীরে ধীরে ঠিক উঠে যাবো। বেশ লাগছে। বৈজ্ঞানিক গবেষক মন তার সজাগ আছে। অনুসন্ধিৎসার অনুবীক্ষণে সব কিছু দেখবার জানবার চেষ্টা করে। কেদারনাথে এসে পৌঁছুলাম। সাগরবক্ষ থেকে ১১,৭৫০ ফিট। তুষারমৌলী কেদারশৃঙ্গের পাদদেশে অপরূপ মন্দির। মন্দিরের পিছনে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। কিছুকাল আগেও বরফে ঢাকা ছিল। এখন চারিদিকে তুষার-গলা জলের ধারা নেমেছে—অদূরবর্তিনী মন্দাকিনীর সঙ্গে কলোচ্ছ্বাসে মিলতে ছুটেছে। বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম বরফের রাজত্বে। সামনেই নগাধি-রাজের তুষার-শুভ্র বিরাট রূপ। দুজনে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি। অস্ফুটস্বরে ভাইপো বলে, নাঃ — আবার এখানে আসতেই হবে। আমি হাসি। ভাবি, তার বৈজ্ঞানিক মন কি দেখল কি পেলো— কে জানে?

তবে এটুকু জানি,— আবার আসতেই হবে!'

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে পরিদর্শন করলেন রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারপার্সন ও চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার জয়া বার্মা সিনহা

মালিগাঁও, ০৪ এপ্রিল, ২০২৪: রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারপার্সন ও চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার (সিইও) শ্রীমতি জয়া বার্মা সিনহা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) পরিদর্শন করলেন। এই পরিদর্শনের সময় তাঁর সাথে ছিলেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এবং প্রিন্সিপাল হেড অব ডিপার্টমেন্ট ও কাটিহারের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার।

তিনি ১০৯ বছর পুরোনো তিনধরিয়া ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করেন এবং এই ঐতিহ্যবাহী স্থানের সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনধরিয়া ওয়ার্কশপটি ১৯১৫ সালে স্থাপন করা হয়েছিল এবং ভারতীয় রেলওয়ের এটিই একমাত্র ওয়ার্কশপ, যেখানে স্টিম ইঞ্জিন ও ন্যারো গজের কাঠের কোচের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। এছাড়াও তিনি ১০০ বছরের পুরোনো স্টিম ইঞ্জিন লোকো ৮০২ বি পরিদর্শন করেন, যা এখনও ডিএইচআর-এ চলাচল করছে। দার্জিলিং যাওয়ার পথে তিনি বিভিন্ন 'জেড' রিভার্স ও লুপ পরিদর্শনও করেন। পরে তিনি তৎকালীন 'অসম রেল লিংক প্রজেক্ট'-এর মুখ্য কার্যালয় তথা ডিএইচআর-এর মুখ্য কার্যালয় এলিসিয়া প্যালেস পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি মিনি মিউজিয়াম ও ডিএইচআর কার্যালয় পরিদর্শন করেন। পরে, ডিএইচআর-এর আধিকারিকদের সাথে আলোচনায় মিলিত হয়ে তিনি ওই অঞ্চলে রেলওয়ের কাজের সমস্ত দিকের কর্মক্ষমতার পর্যালোচনা করেন। রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারপার্সন ও সিইও দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে রুটের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টপেজ কার্শিয়াং স্টেশনও পরিদর্শন করেন, যা ডিএইচআর-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি কার্যকর ও প্রশাসনিক কেন্দ্র। তিনি ঘুম মিউজিয়াম ও স্টেশন পরিদর্শন করেন, যা ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ রেলওয়ে স্টেশন। পরে তিনি দার্জিলিং স্টেশন পরিদর্শন করেন এবং নতুন করে সাজিয়ে তোলা ঐতিহ্যবাহী টার্নটেবিল পরিদর্শন করেন। তিনি কার্শিয়াং, ঘুম ও দার্জিলিং স্টেশনের সমস্ত যাত্রী সুযোগ-সুবিধা খতিয়ে দেখেন।

রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারপার্সন ও চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার শ্রীমতি জয়া বার্মা সিনহার দ্বারা ডিএইচআর-এর এই ব্যাপক পরিদর্শনের ফলে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানটির সামগ্রিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণের উপর মনোযোগ দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

লোকসভা নির্বাচন: কেরলের আলেপ্পি থেকে মনোনয়ন জমা কেসি বেনুগোপালের

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : কেরলের আলেপ্পি থেকে মনোনয়ন জমা দিলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেনুগোপাল। বৃহস্পতিবার তিনি কেরলের আলেপ্পি লোকসভা কেন্দ্র থেকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে লোকসভা নির্বাচন নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি বলেন, কংগ্রেসের জয় হবেই।

উল্লেখ্য, শোভা সুরেন্দ্রনকে আলেপ্পি আসন থেকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি-মার্কসবাদী (সিপিআই-এম) আবারও এই আসন থেকে বর্তমান সাংসদ এএম আরিফকে মনোনয়ন দিয়েছে।

বিজেপি দিল্লি জুড়ে অনেক আপত্তিকর হোর্ডিং টাঙাচ্ছে : অতিশী

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : বিজেপি দিল্লি জুড়ে অনেক আপত্তিকর হোর্ডিং টাঙাচ্ছে, বৃহস্পতিবার এই অভিযোগ করেন দিল্লির মন্ত্রী এবং এএপি নেত্রী অতিশী। তিনি এদিন দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি সারা দিল্লি জুড়ে অনেক আপত্তিকর হোর্ডিং টাঙাচ্ছে। সেইসব হোডিংয়ের অনেক জায়গায় তারা মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ছবিও ব্যবহার করেছে। আমরা ৬ দিন আগে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলাম কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এরপর এদিন আমরা হোর্ডিং বিষয়ে দিল্লির সিইও-র সঙ্গে দেখা করেছি এবং আশ্বাস পেয়েছি। এরপরও যদি ব্যবস্থা নেওয়া না হয়, আমরা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার থেকে সময় চাইব।

সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের দর্শন করলেন সঙ্ঘ প্রধান মোহন ভাগবত

ভোপাল, ৪ এপ্রিল (হি.স.): রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর সরসঙ্ঘচালক ড. মোহন ভাগবত এখন মধ্যপ্রদেশ সফরে রয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি দেওয়াস জেলার নেমাওয়ারে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বর মহাদেব দর্শন করেছেন। পাশাপাশি এই স্থানের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখার পর, এই সৌন্দর্য্যের প্রশংসাও করেছেন।

কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে বুধবার সন্ধ্যায় নেমাওয়ারের হোটেল গৌরি প্যালেসে পৌঁছন ভাগবত এবং সেখানেই রাত কাটান। বৃহস্পতিবার সকালে সূর্যোদয়ের সময় নর্মদার ঘাটে পৌঁছন ড. ভাগবত, কিছুক্ষণ নর্মদার ঘাটে থাকার পর তিনি সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের দর্শনের জন্য মন্দিরে পৌঁছন, সেখানে তিনি পূজা করেন। এরপর সাধুদের সঙ্গে কথাও বলেন।

আমেঠীবাসীদের ঠকিয়েছেন, ওয়ানাডের মানুষদেরও ঠকাবেন, রাহুলকে কটাক্ষ স্মৃতির

ওয়ানাড, ৪ এপ্রিল (হি. স.): রাহুল গান্ধীকে ঠকবাজ বলে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। তিনি বলেন, রাহুল আমেঠীবাসীদের ঠকিয়েছেন। আর এবার ওয়ানাডের মানুষদের সঙ্গেও একই কাজ করতে চলেছেন। বৃহস্পতিবার ওয়ানাডে বিজেপি প্রার্থী কে সুরেন্দ্রনের প্রচারে এসে এভাবেই রাহুল গান্ধীকে একহাত নিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

স্মৃতি বলেন, আমেঠীতে বিজেপি ৪ লক্ষ পরিবারকে শৌচাগার করে দিয়েছে। কংগ্রেস সেখানে ৫০ বছর ধরে রাজত্ব করেছিল। কিন্তু সেই আমলে সেখানকার মানুষ কিছুই পায়নি। পরিবারতন্ত্রের কথা বলে কংগ্রেস এবার ওয়ানাডের মানুষকে ঠকাতে চলেছেন।

প্রসঙ্গত, বুধবারই ওয়ানাড থেকে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী লোকসভা ভোটে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তিনি বোন প্রিয়াঙ্কাকে সঙ্গে করে একটি রোডশো করেন।

ডিমা হাসাওয়ে ফের সড়ক দুর্ঘটনা, হতাহত দুই

হাফলং (অসম), ৪ এপ্রিল (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় ফের সংঘটিত হয়েছে সড়ক দুর্ঘটনা। বুধবার রাতে উমরাংসোর ১৪ কিলো এলাকায় সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যুর পাশাপাশি একজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।

জানা গেছে, বুধবার রাত প্রায় আটটা নাগাদ এএস ১৩১ই ৫০৭৯ নম্বরের একটি স্কুটি এমএল ০৪ সি ৪৩৯৮ নম্বরের টাটা সুমোকে ধাক্কা মারে। যার দরুন স্কুটির দুই আরোহী গুরুতরভাবে আহত হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় আহত দুজনকে উমরাংসো হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। তবে তাদের অবস্থা আশংকাজনক বলে দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হোজাই পাঠিয়ে দেন কর্তব্যরত ডাক্তার। কিন্তু হোজাই যাওয়ার পথে অনিল মারাক (২৯) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। ওই দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন রঞ্জু দাস (২৮) নামের অপর একজন। তাঁর চিকিৎসা চলছে হোজাই হাসপাতালে।

দুদিন আগে ডিমা হাসাও জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফারুক আহমেদ এক সংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছিলেন, ডিমা হাসাও জেলায় মদ্যপান করে গাড়ি চালানোর দরুন এ ধরনের দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা গভীর উদ্বেগের বিষয়। জাতীয় সড়ক ও স্টেট হাইওয়ের পার্শবর্তী ধাবা এবং পান দোকানগুলিতে অবৈধ ভাবে মদ বিক্রি হয়। ফলে যানবাহনের চালকরা সহজেই মদ্যপান করে গাড়ি চালায়। যার দরুন ডিমা হাছাও জেয়ায় দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি হচ্ছে।

এখন এ সব ধাবা ও পান দোকানগুলিতে চলবে পুলিশের অভিযান। উল্লেখ্য, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত ডিমা হাসাও জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জন লোক প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১১ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। কিন্তু বুধবার রাতে উমরাংসোর সড়ক দুর্ঘটনার পর মৃত্যুর সংখ্যা গত তিন মাসে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ এবং গুরুতর আহতের সংখ্যা ১২।

করিমগঞ্জের চুরাইবাড়িতে বাজেয়াপ্ত ১৫ লক্ষাধিক টাকার নেশা জাতীয় কফ সিরাপ, ধৃত এক

বাজারিছড়া (অসম), ৪ এপ্রিল (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বাজারিছড়া থানাধীন চুরাইবাড়িতে ১৫ লক্ষাধিক টাকার নেশা জাতীয় কফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে বিহারের বাসিন্দা জনৈক রাজেশ কুমারকে।

চুরাইবাড়ি পুলিশ ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ প্রণব মিলি জানান, আজ বৃহস্পতিবার সকালে এএস ০১ কিউসি ১০৭৬ নম্বরের অনলাইনের পণ্য সামগ্রী বোঝাই একটি কন্টেইনার গুয়াহাটি থেকে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে চেকগেটে আসে। চেকগেটে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের নিয়ে কন্টেইনারে তালাশি চালান তিনি।

তালাশি চালিয়ে বিভিন্ন প্যাকেটজাত পণ্য সামগ্রীর আড়াল থেকে দশ কার্টুনে ১,৬০০ শিশি নেশা জাতীয় কফ সিরাপ এসকাফ উদ্ধার হয়। উদ্ধারকৃত কফ সিরাপগুলির কালোবাজারি মূল্যর ১৫ লক্ষাধিক টাকা হবে। নেশাদ্রব্য পাচারের অভিযোগে বিহারের বাসিন্দা কন্টেইনারের চালককে রাজেশ কুমারকে আটক করেন তাঁরা, জানান পুলিশ অফিসার প্রণব মিলি।

জিজ্ঞাসাবাদে প্রদত্ত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে পুলিশ ধৃত রাজেশ কুমারের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেফতার করেছে। আগামীকাল শুক্রবার করিমগঞ্জে বিচারবিভাগীয় আদালতে রাজেশ কুমারকে পেশ করা হবে বলে জানান চুরাইবাড়ি ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ প্রণব মিলি।

মুর্শিদাবাদে ইভিএম ভর্তি কন্টেনার গাড়ি ভেঙে দিল স্কুলের তোরণ, ক্ষতিপূরণের দাবিতে পথে নামলেন শিক্ষকরা

মুর্শিদাবাদ, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : মুর্শিদাবাদের কান্দি রাজ্য উচ্চ বিদ্যালয়ে ইভিএম ভর্তি কন্টেনার গাড়ি ভেঙে দিল স্কুলের তোরণ। প্রতিবাদে তোরণ সংস্কারের ক্ষতিপূরণের দাবিতে পথে নামলেন শিক্ষকরা। বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। লোকসভা নির্বাচনের জন্য কান্দি রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ে ডিসিআরসি সেন্টার করা হয় কান্দি মহকুমার বিভিন্ন বিধানসভার বুথের জন্য। এই সেন্টার থেকেই ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যাবেন ভোট কর্মীরা। কিন্তু কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে কান্দি মহকুমা শাসক কার্য্যালয়ের অদূরেই ইভিএম ষ্ট্রং রুম সেন্টার তৈরি করা হয়। কিন্তু সেখানে ইভিএম রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তবে একটি বড় কন্টেনার গাড়ি হঠাৎই বৃহস্পতিবার কান্দি রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ে ঢুকতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি। কন্টেনারের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় স্কুলের নব নির্মিত তোরণ।

স্কুলের এক শিক্ষক বলেন, "বৃহস্পতিবার কান্দি স্কুলে ভোটের জন্য কোনও রিক্যুইজিশন ছিল না। সকাল দশটার সময়ে স্কুল আওয়ার্সেই একটা বড় গাড়ি এখানে ঢুকে পড়ে। একেবারের স্কুলের গেটের মাঝে এসে এমনভাবে আটকে পড়ে, না চালক গাড়ি বার করতে পারছিলেন, না ঢোকাতে পারছিলেন। এই গেটটা করতে ৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। একটা প্রজেক্টের টাকা ও অন্যান্য থেকে অনুদান নিয়ে এই গেটটা করা হয়েছে। সেই গেটটা ভয়ঙ্কর অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমাদের দাবি আমাদের স্কুলের গেট যে অবস্থায় ছিল, তা ফিরিয়ে দিতে হবে।" খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান এসডিও। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসেন তাঁরা।

করিমগঞ্জে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন দাখিল কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদের

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ এপ্রিল (হি.স.) : করিমগঞ্জে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন দাখিল করেছেন কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী।

আজ বৃহস্পতিবার, বিশাল মিছিল করে এসে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক মৃদুলকুমার যাদবের কাছে মনোনয়ন পত্র দাখিল করছেন সাত নম্বর করিমগঞ্জ লোকসভা আসনের কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী।

এদিন বেলা একটায় মনোনয়ন পত্র পেশ করেছেন হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। দুপুরে কানিশাইল থেকে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে হুড খোলা মাহিন্দ্র থারে দাঁড়িয়ে বিশাল কর্মী-সমর্থককে নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী আসেন জেলাশাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণে। তার পর মাহিন্দ্র থার থেকে নেমে দলের প্রাক্তন ও বর্তমান জেলা সভাপতি যথাক্রমে সতু রায় ও রজত চক্রবর্তী সহ চারজনকে সঙ্গে নিয়ে ডিস্ট্রিক্ট রিটার্নিং অফিসার মৃদুল যাদবের হাতে তাঁর মনোনয়নপত্র তুলে দেন করিমগঞ্জের কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী।

খুলে যাচ্ছে বন্ধ সাইলি ও দেবপাড়া চা বাগান, খুশির হাওয়া শ্রমিক মহলে

নাগরাকাটা, (হি. স.) : বৃহস্পতিবার খুলেছে মালবাজারের সাইলি চা বাগান। আগামী সোমবার থেকে স্বাভাবিক হবে বানারহাটের দেবপাড়াও। দুটি বাগানের পরিচালকরাই বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে। এদিন অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার) প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচার্য্যকে মালিকপক্ষ ওই চিঠি পাঠায়। স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে শ্রমিকরা।

সাইলি চা বাগানটি বন্ধ হয়েছিল গত ৫ ফেব্রুয়ারি। এরপর শ্রম দফতরের পক্ষ একাধিকবার বাগান খোলার জন্য কখনও দ্বিপাক্ষিক আবার কখনও ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হলেও তা সফল হয় নি। অবশেষে এদিন মালিকপক্ষের চিঠিতে জট খোলে। তাতে জানানো হয়েছে বৃহস্পতিবার থেকে তাঁরা কর্মবিরতির বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি প্রদানের নির্ঘন্টও মালিকপক্ষ ঠিক করেছে। আগামী ৬ এপ্রিলের মধ্যে বকেয়া থাকা এক পাক্ষিক সপ্তাহের মজুরি ও ১২ এপ্রিলের মধ্যে আরেকটি পাক্ষিক সপ্তাহের মজুরি দেওয়া হবে। লিভ ট্র্যাভেল অ্যালাউন্স বা সাল ছুটির টাকা, বকেয়া মজুরির এরিয়ার, কর্মচারীদের বকেয়া বেতন, বকেয়া থাকা ১ শতাংশ হারের বোনাস সবকিছুই মিটিয়ে দেওয়া হবে ৩০ জুনের মধ্যে। প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটির মত অন্যান্য ইস্যুগুলি নিয়ে জুনের শেষ সপ্তাহে পর্য্যালোচনামূলক বৈঠকে আলোচনা করা হবে।

অন্যদিকে দেবপাড়া চা বাগানের মালিকপক্ষ জানিয়েছে গত বছরের ১৪ ডিসেম্বর থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া থাকা এক পাক্ষিক সপ্তাহের মজুরি আগামী ৬ এপ্রিলের মধ্যে অনলাইনে শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মারফত দেওয়া হবে। আরেকটি বকেয়া পাক্ষিক সপ্তাহের মজুরি মিলবে ১০ জুনের মধ্যে। ৮ এপ্রিল বাগান খোলার সময় শ্রমিকদের উপস্থিতি যাতে যথেষ্ট সংখ্যক থাকে সেকথাও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

রেললাইনে বসে মদ্যপান, ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু দুই বন্ধুর

নদীয়া, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : রেললাইনে বসে মদ্যপান করার সময় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে দুই বন্ধুর। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়া প্রফুল্ল নগরের ৫ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন এলাকায়। খবর লেখা পর্যন্ত নিহতের পরিচয় জানা যায়নি।

গত ৫ বছরে স্মৃতি ইরানি যথেষ্ট ভাল কাজ করেছেন : কে সুরেন্দ্রন

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : গত ৫ বছরে স্মৃতি ইরানি আমেঠিতে যে কাজ করেছেন মানুষ এখন তা বুঝতে পারছেন, এই মন্তব্য করেন কেরলের বিজেপি প্রধান কে সুরেন্দ্রন। তিনি এদিন কেরলের ওয়ানাডে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, গত ৫ বছরে স্মৃতি ইরানি উত্তর প্রদেশের আমেঠিতে অত্যন্ত ভালো কাজ করে দেখিয়েছেন তা কর্ণাটকের ওয়ানাডের মানুষও উপলব্ধি করছেন। তিনি এদিন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিশানা করে বলেন, রাহুল গান্ধী গত ৫ দশক ধরে আমেঠিতে কিছুই কাজ করেননি। আর এখন ওয়ানাডেও কিছু কাজ তিনি করছেন না, সব জায়গাতেই রাহুল গান্ধী এমনই করে থাকেন।

সমস্ত লক্ষ্য নিখুঁতভাবে অর্জন, অগ্নি প্রাইম ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ

ভুবনেশ্বর, ৪ এপ্রিল (হি.স.): ওড়িশা উপকূলের কাছে এ পি জে আব্দুল কালাম দ্বীপে বুধবার সাফল্যের সঙ্গে নিউ জেনারেশন ব্যালিস্টিক মিসাইল অগ্নি-প্রাইমের সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ হয়েছে। ফ্লাইট পরীক্ষা করেছে। প্রতিরক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন সংগঠন --- ডিআরডিও এবং স্ট্রাটেজিক ফোর্সেস কম্যান্ড-এই পরীক্ষা চালায়। নতুন প্রজন্মের ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র অগ্নি প্রাইম, পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণে সমস্ত লক্ষ্য নিখুঁতভাবে অর্জন করায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ডিআরডিও এবং এসএফসি এবং সশস্ত্র বাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার ডিআরডিও-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, স্ট্র্যাটেজিক ফোর্সেস কমান্ড (এসএফসি) ও ডিআরডিও বুধবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ওড়িশার উপকূলে এ পি জে আব্দুল কালাম দ্বীপ থেকে নিউ জেনারেশন ব্যালিস্টিক মিসাইল অগ্নি-প্রাইমের সফল পরীক্ষা করেছে। টার্মিনাল পয়েন্টে স্থাপিত দু"টি ডাউনরেঞ্জ জাহাজ-সহ বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করা বেশ কয়েকটি রেঞ্জ সেন্সর দ্বারা ক্যাপচার করা ডেটা থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, পরীক্ষাটি সফল হয়েছে।

বাংলার ৩ কোটি মহিলাকে 'লাখপতি দিদি' বানাবে কেন্দ্রীয় সরকার : প্রধানমন্ত্রী

কোচবিহার, ৪ এপ্রিল (হি.স.): বাংলার ৩ কোটি মহিলাকে 'লাখপতি দিদি' বানাবে কেন্দ্রীয় সরকার। বৃহস্পতিবার কোচবিহারের জনসভা থেকে এই আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "আমরা লাখপতি বানাব তিন কোটি মহিলাকে। তাঁদের ড্রোন পাইলট বানাব। এতে 'আত্মনির্ভর ভারত' প্রকল্পে গতি আসবে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে অন্তত সম্ভাবনা রয়েছে। বিজেপি এখানে তাই বিকাশের জন্য নিরন্তর কাজ করে চলেছে।"

গত ১০ বছরে দেশে যে উন্নয়ন হয়েছে, তা শুধু 'ট্রেলার', আরও কাজ বাকি আছে বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তাঁর কথায়, "বাংলার ৪০ লক্ষ পরিবার বাড়ি পেয়েছে। কোটি কোটি মানুষ প্রথমবার শৌচালয়, বিদ্যুৎ, জলের সংযোগ পেয়েছেন। কৃষকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি আমরা টাকা পাঠিয়েছি। কারণ এটা মোদীর গ্যারান্টি ছিল। ১০ বছরে যে বিকাশ হয়েছে, তা দেশের সর্বত্র হয়েছে। ১০ বছরে যা হয়েছে, তা শুধু 'ট্রেলার'। আরও অনেক কাজ বাকি। লোকে বলে আমার কোনও পরিবার নেই। আমার কাছে দেশই পরিবার।"

সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে বাংলার সরকারকে আক্রমণ করলেন মোদী। তাঁর হুঁশিয়ারি, সন্দেশখালির ঘটনার জন্য দায়ী একমাত্র তৃণমূল। এর জন্য তৃণমূলকে ভুগতে হবে। সিএএ নিয়ে বাংলার মানুষকে আশ্বস্ত করে মোদী বলেন, "বিজেপি সরকার সিএএ নিয়ে এসেছে। প্রতি পরিবারকে নাগরিকত্ব দেওয়া মোদীর গ্যারান্টি। বাংলার প্রতি পরিবারকে বলব, তৃণমূল, বামেরা আপনাদের ভয় দেখাতে পারে। কিন্তু আপনারা ১০ বছর আমার কাজ দেখেছেন। মোদীর গ্যারান্টির উপর ভরসা রাখুন।"

বিরোধী জোটকে খোঁচা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "বিরোধীদের রাজনীতি শুধু অপপ্রচারের উপরেই টিকে আছে। 'আইএনডিআই' মিথ্যাচার। তৃণমূল, বাম, কংগ্রেস এখানে নিজেদের মধ্যে লড়ছে। দিল্লিতে এক থালিতে খায়।" তৃণমূল নেতাদের দুর্নীতি প্রসঙ্গেও আক্রমণ করেন মোদী। বাংলার মানুষের টাকা নিয়ে তাঁরা দুর্নীতি করেছেন বলে অভিযোগ। তাঁর কথায়, "আমি বলি, ভ্রষ্টাচার হাটাও, ওরা বলে ভ্রষ্টাচার বাঁচাও। কিন্তু মোদী দুর্নীতিগ্রস্তদের সাজা দেবেই।"

ঝাড়গ্রামে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগ

ঝাড়গ্রাম, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে আগুন লাগানোর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল ঝাড়গ্রামে।কাঠগড়ায় তৃণমূল। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার গোবিবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের বেলিয়াবেড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কুজড়া গ্রামে। ঘটনায় অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে এই কুজড়া গ্রামে আয়োজিত হয়েছিল হরিনাম সংকীর্তন। সেই সময় ওই বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যে রূপা পালোই ও তাঁর সপরিবারে দেখতে গিয়েছিলেন সেই হরিনাম সংকীর্তন। আর সেই সময় বাড়িতে কেউ না থাকায় সেই সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ।

হরিনাম সংকীর্তনে থাকাকালীন ওই বিজেপির পঞ্চায়েত খবর পেয়ে যখন বাড়িতে যান, তখন দেখেন পুরো বাড়িটি দাউ দাউ করে জ্বলছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে গোটা বাড়ি। ঝলসে মৃত্যু হয়েছে ২টি ছাগল। এর পাশাপাশি বাড়িতে থাকা সমস্ত আবাসপত্র, গুরুত্বপূর্ণ নথি পুড়ে গিয়েছে। তবে কে এই ঘটনা ঘটেছে তার সঠিক তদন্ত চাইছেন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য সহ পরিবারের লোকজন।

তৃনমূলের তরফেও সঠিক তদন্তের মাধ্যমে কড়া শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। তবে লোকসভা নির্বাচনের আগে এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়ছে ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে।

ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম আর্থিক শক্তি করতে হবে : প্রধানমন্ত্রী

কোচবিহার, ৪ এপ্রিল (হি.স.): দেশকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম আর্থিক শক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার প্রয়োজন। বৃহস্পতিবার কোচবিহারের নির্বাচনী জনসভায় এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, দুর্বল সরকারে কাজ হবে না। শক্তিশালী সরকার দেয় একমাত্র মোদী। মোদী ভারতের জনগণের সামান্য সেবক। ১৪০ কোটি জনগণের স্বপ্ন পূরণ করতে হবে মোদীকে। তাই 'মোদী কা গ্যারান্টি'-র উপর ভরসা রাখুন।

লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর বৃহস্পতিবার প্রথম পশ্চিমবঙ্গে এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কোচবিহারের বিদায়ী সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের সমর্থনে জনসভা করেছেন তিনি। তাঁর সভা উপলক্ষে কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে জনসমাগম হয়েছে বিপুল। কোচবিহারের মঞ্চে মোদীকে দোতারা উপহার দেওয়া হয়। মঞ্চে সেই বাদ্যযন্ত্র হাতে নিয়ে তিনি বাজিয়েওছেন।

ভাষণের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান মোদী। বলেন, "আগের বার আমি এখানে যখন সভা করতে এসেছিলেন, মাঠের মাঝে মঞ্চ বানিয়ে উনি ময়দান ছোট করে দিয়েছিলেন। এ বার তেমন কিছু করেননি।" প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'একবিংশ শতাব্দীর এই সময়টা ভারতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটাই সময় বিকশিত ভারত গড়ার। যখন ভারত উন্নত হবে, তখন বাংলাই হবে তার সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, '১০ বছরে ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বার করেছে বিজেপি সরকার। আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কারণ

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মাল্টা দৃষ্টিশক্তির জন্য বেশ উপকারী ফল

মাল্টা অনেকের কাছেই প্রিয় একটি ফল। পরিবারের শিশুরাও এটি খেতে বেশ পছন্দ করে। জনপ্রিয় এই ফলটির পুষ্টিগুণ সম্পর্কে আমরা হয়তো অনেকেই জানি না। মাল্টাতে আছে, ভিটামিন বি, ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস, এবং চর্বিমুক্ত ক্যালরি। এগুলো ছাড়াও মাল্টাতে আর অনেক পুষ্টিগুণ রয়েছে।

আসুন তাহলে জেনে নিন মাল্টার আরও পুষ্টিগুণ সম্পর্কে-

১। মাল্টা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস মূহের সমৃদ্ধ উৎস। এটি ত্বকে সজীবতা বজায় রাখে এবং ত্বকের বলি রেখা প্রতিরোধ করে লাবণ্য ধরে রাখে। মাল্টা ইনফেকশন প্রতিরোধে সহায়তা করে। এটি প্রদাহ জনিত রোগ সারিয়ে তোলে।

২। এক গ্লাস মাল্টার জুসকে ভিটামিন সি এর সবচেয়ে কার্যকর উৎস বলে মনে করা হয়। এটাকে ভিটামিন সি ট্যাবলেট হিসেবেও গ্রহণ করা যায়।

৩। মাল্টার ভিটামিন সি উপাদান আমাদের শরীরে ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। এটি আমাদের শরীরের কোলন ক্যান্সার ও ব্রেস্ট ক্যান্সারের অন্যতম সেল প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।

৪। এতে উপস্থিত পটাশিয়াম ইকেট্রোলাইট ব্যালেন্স বজায় রাখে এবং কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম ভালো রাখতে সহায়তা করে।

৫। মাল্টা পাকস্থলীকে সুস্থ রাখে। নিয়মিত কমলা খাওয়ার অভ্যাস পাকস্থলীর আলসার ও কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে সুরক্ষা দেবে। পাকস্থলীকে রাখবে সবল।

৬। গবেষণায় জানা যায়,মাল্টাতে উপস্থিত লিমিণয়েড, মুখ,ত্বক, ফুসফুস, পাকস্থলী কোমল ও স্তন ক্যান্সারপ্রতিরোধে সহায়তা করে থাকে।

৭। মাল্টাতে উপস্থিত বিটা ক্যারোটিন সেল ড্যামেজ প্রতিরোধে সহায়তা করে। এতে উপস্থিত ক্যালসিয়াম, যা দাঁত ও হাঁড়ের গঠনে সাহায্য করে।

৮। প্রতিদিন একটি করে মাল্টা খাওয়ার অভ্যাস আপনার দৃষ্টিশক্তিকে ভাল রাখে। কারণ, মাল্টায় রয়েছে ভিটামিন এ, সি ও পটাসিয়াম। এ ভিটামিনগুলো আপনার দৃষ্টিশক্তির জন্য বেশ উপকারী।

৯। এতে ম্যাগনেসিয়াম থাকার কারণে ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সহায়তা করে। এন্টি অক্সিডেন্ট থাকার কারণে ওজন কমাতেও সহায়তা করে।

১০। জন্ডিস রোগ সারাতেও মাল্টা খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। জন্ডিস লিভারজনিত একটি রোগ। আর মাল্টা হলো খুবই সহজপাচ্য খাবার। খুব সহজেই এটা হজম করা যায়। এটি লিভারকে ঠান্ডা রাখতেও সাহায্য করে থাকে। লিভারের কার্যক্ষমতাকে স্বাভাবিক রাখতেও সাহায্য করে মাল্টা।

সুস্বাস্থ্যের জন্য কালো আঙ্গুর

কালো আঙ্গুরের গুণ জানলে সত্যি অবাক হতে হয়। অথচ আমরা এই ফলটিকে বাড়ির ফলের ঝুড়িতে কমই রাখি। স্বাস্থ্য, ত্বক, চুল বা চোখ সব কিছুর জন্যই উপকারী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ছোট্ট এই কালো ফলটি। আর এজন্যই আঙ্গুরকে ফলের রানী কুইন অব ফ্রুট বলা হয়।

জেনে নিন কালো আঙুরের কয়েকটি গুণ:

১.ক্যান্সার প্রতিরোধ:ব্রেস্ট, লাং, প্রোস্টেট ক্যান্সারের মতো রোগেরও প্রতিরোধ করে কালো আঙুর।

২.হার্ট ভাল রাখে :কালো আঙুর খেলে হৃদপিণ্ডে রক্ত চলাচল ভাল হয়।এর ফাইটোকেমিক্যাল হার্টের পেশীকে সুস্থ রাখে। পাশাপাশি কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে।

৩.দৃষ্টিশক্তি :দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখতে নিয়মিত আঙ্গুর খাওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

৪.ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ :শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রেখে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে কালো আঙুর।

৫.রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা :কালো আঙুরের ফ্ল্যাবনয়েডস, খনিজ, অর্গ্যানিক অ্যাসিড কোষ্ঠকাঠিন্য এবং হজমের সমস্যা দূর করে। দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

৬.ত্বক :ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর কালো আঙুর ত্বকে রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে। ফলে বলিরেখা, কালো ছোপ, শুষ্ক ত্বকের বিভিন্ন সমস্যায় কালো আঙুর খান ও ত্বকে মেখে ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে নিন। কয়েক দিনের মধ্যেই পার্থক্য লক্ষ্য করুন।

স্বাদে ও গুণে কালো আঙ্গুর অতুলনীয়। তাই নিয়মিত কালো আঙ্গুল খাওয়ার অভ্যেস করুন।

পুডিং তৈরির গুরুত্বপূর্ণ টিপস

পুডিং অনেকের খাদ্য তালিকার প্রিয় ডেজার্ট। মেহমান আপ্যায়ন থেকে শুরু করে বিকেলের নাস্তায় পুডিং অনন্য নাম। মিষ্টি স্বাদের এই ডেজার্ট যদি ঠিকমত তৈরি না হয় তাহলে অবশ্যই আপনার মুখে রুচবে না। কারণ পুডিং ভালো করে না জমলে তা কখনো খেতে সুস্বাদু হয় না। এজন্য পুডিং তৈরিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা জরুরী।

১. কর্নফ্লাওয়ার বা কাস্টার্ড পাউডার দিয়ে তৈরি করতে গিয়ে পুডিং ঘন হয়ে গেলে এতে সামান্য মাখন বা কয়েক টেবিল চামচ বনস্পতি ঘি মিশিয়ে দিলে পুডিং বেশ মোলায়েম হয়। খেতেও সুস্বাদু হবে।

২. পুডিংয়ে ব্যবহৃত দুধ জ্বাল দিয়ে অনেক ঘন করে নিতে হবে। তা না হলে পুডিং ডিমের সঙ্গে দুধ জমবে না। পুডিং ছড়িয়ে যাবে। যেমন এক লিটার দুধ জ্বালিয়ে আধ লিটার করতে হবে।

৩. পুডিংয়ে ডিম ব্যবহারের ক্ষেত্রে সব সময় মুরগির ডিম ব্যবহার করতে হবে। হাসের ডিমে পুডিং ভালো করে জমে না। পাশাপাশি খেয়াল রাখতে হবে পুডিংয়ে ডিমের পরিমাণ যেন কম না হয়। ডিম কম হলে পুডিং সুস্বাদু হয় না।

কেন বিয়ারের বোতলের রং সবুজ বা বাদামি ?

বিয়ারের বোতলের রং শুধু বাদামি এবং সবুজই হয়। অন্য কোনও রঙের হয় না কেন? এই প্রশ্ন আপনার মাথাতেও অনেকবারই এসেছে হয়ত। ভেবেছেন যে বিয়ারের বোতল কেন সাদা রঙের হয় না? কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে নাকি ইতিহাস? আজ তাহলে এই বিষয়ে কথা বলা যাক। বিয়ার প্রথম তৈরি করে মিশর। তা আবার হাজার বছর ভাগে। কিন্তু ১৯ শতকের পর থেকে বিয়ার বোতলবন্দি করা শুরু হয়। সে সময় বিয়ার উতপাদকরা কাঁচের বোতল ব্যবহার করেন। কারণ এই পানীয়ের স্বাদ, গন্ধ ঠিক রাখার জন্য। এরপর বিভিন্ন কাঁচের বোতলে বিয়ার রাখা হয়। তখন বিয়ার প্রস্তুতকারকরা দেখেন, সাদা কাচের বোতলে রাখা বিয়ার সূর্যের আলোর সংস্পর্শে এসে অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্বাদ, গন্ধ হারিয়ে ফেলছে। তারপর অনেক পরীক্ষার পর দেখা গেল গাঢ় রঙিন বোতল কিছুটা হলেও সূর্যের বেগুনি রশ্মি আটকাচ্ছে। আর বাদামী রঙের বোতলে বিয়ার রাখলে কোনও স্বাদ বা গন্ধ পাল্টাচ্ছে না। তখন থেকেই বাদামি বোতলে বন্দি করা হয় বিয়ারকে। তবে দিন দিন বাড়তে থাকে বিয়ারের চাহিদা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাদামী রঙের বোতলের প্রচন্ড অভাব দেখা যায়। তখন থেকে গাঢ় সবুজ রঙের বোতলে বিয়ার রাখা শুরু হল। তাতেও দেখা গেল বিয়ার ভালই থাকছে। তারপর থেকেই বাদামি এবং সবুজ রঙের বিয়ারের বোতলের প্রচলন রয়েছে।

সতেজ এবং সুন্দর ত্বক সকলেরই কাম্য

স্কিন ভাল রাখতে অনেকেই অনেক পন্থা অবলম্বন করেন। গুগল ঘেঁটে কিংবা লোকের পরামর্শ শুনে কোনও কিছুরই অন্ত নেই। তবে সতেজ স্কিন বিশেষত বর্ষায় খুবই কঠিন বিষয়। বাতাসের আর্দতা এই সময় স্কিনের বারোটা বাজিয়ে দিতে কোনও রকম সুযোগ ছাড়ে না। তারপরেও সতেজ এবং সুন্দর ত্বক সকলেরই কাম্য।

প্রথমেই যে সাধারণ বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে তার মধ্যে উপরি পরিচর্যা, যেমন ভাল একটু ত্বকের উপযোগী সানস্ক্রিন লোশন, একটি ময়েশ্চারাইজার এবং একটি ভাল টোনার। তার সঙ্গে বারবার ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ পরিষ্কার, সঠিক সময় মেকআপ তুলে দেওয়া এসব তো রয়েছেই। কিন্তু বর্ষাকালে স্কিন সুন্দর এবং সতেজ রাখতে অভ্যন্তরীণ কিছু বিষয়ে সত্যিই আলোকপাত প্রয়োজন। যেমন?

প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়া এবং লেবুজল কিংবা দইয়ের সরবত অথবা যেকোনও ফলের রস যেটি আপনার ভাল লাগে এমন কিছু অবশ্যই খান। এতে শরীর হাইড্রেটেড থাকবে।

শস্যদানা জাতীয় খাবার বেশি খান। অর্থাৎ সিরিয়াল কিংবা ওটস এবং ডালিয়া জাতীয় খাবার ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করুন। এগুলি ভিটামিন-ই সমৃদ্ধ এবং ত্বক উজ্জ্বল রাখে। বাদাম জাতীয় সবকিছুই এর পক্ষে ভাল! বিশেষত খেজুর এবং আলমন্ড। কাজুও খেতে পারেন তবে আগে একটু জলে ভিজিয়ে নেবেন। বাড়িতে বানানো খাবার খান। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন। এবং তেল মশলা যুক্ত খাবার কমই খান। লুচি পরোটা এগুলি কম খাবেন। বেশিমাত্রায় মিষ্টি এবং চিনি থেকে দূরে থাকুন। এর থেকে আপনার কলোগেন নিঃসৃত হয় এবং ত্বকে নানান ধরনের রোগ হতে পারে। সঠিক মাত্রায় প্রোটিন খান। চিকেন, সেদ্ধ ডিম এবং সালমন খাওয়া অভ্যাস করুন। শরীরকে ভেতর থেকে হেলদি রাখুন, তবে আপনার ত্বকও জ্বলজ্বল করবে।

ফাউন্ডেশন নিয়ে মেয়েদের আতঙ্কের শেষ নেই

ফাউন্ডেশন নিয়ে মেয়েদের আতঙ্কের শেষ নেই! কী রকম? এই ধরুন শেড ঠিক ম্যাচ করছে কিনা, আদৌ ফুল কভারেজ কিনা এমনকি এটি অ্যাপ্লাই করার পর ঠিক ঠাক লাগছে কিনা! এরকম অনেক ধরনের চিন্তা ভাবনা। কিন্তু একটি বিষয় অনেকেই ভুল করে এড়িয়ে যান আদৌ এতে সঠিক মাত্রায় এসপিএফ বরাদ্দ আছে কিনা!

কারণ? এই প্রসঙ্গে বলতে গেলে এমনই বলতে হয় যে বেশিরভাগ সময়ই লক্ষ্য করা যায় সানস্ক্রিন না লাগিয়ে বাইরে বেরনো একেবারেই উচিত নয় এরকম অনেকেই বলে থাকেন। কিন্তু এমন অনেক মানুষ আছেন যারা একদমই সানস্ক্রিন পছন্দ করেন না। এক সহজেই মুখ সাদা হয়ে যায় এবং দুই কেউ কেউ এমনও বলেন যেন জ্বলুনি এবং চুলকানো অনুভূত হয়। সেই কারণেই ফাউন্ডেশনে প্রয়োজন এস পি এফ।

প্রসঙ্গত ডা. জুয্যা ভাটিয়া সারিন বলেন, বাড়ির ভেতরে সানস্ক্রিন অনেকেই ব্যবহার করেন কিন্তু আপনি কি জানেন বাইরে বেরোলে ঠিক কতটা এসপিএফ আপনার ত্বকের জন্য দরকারি? ক্ষতিকারক ইউভি রশ্মি থেকে স্কিন সুরক্ষার্থে তিনি বেশ কিছু পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, বাড়ি থেকে বেরোতে গেলে নিজের ত্বকের সম্পূর্ণ সুরক্ষর্থে কমপক্ষে এসপিএফ ৩০-এর একটি পূর্ণ বোতলের এক চতুর্থাংশ প্রয়োজন। তাইলে যদি একে রক্ষা করা যায়। অর্থাৎ মুখের জন্য এক থেকে দেড় চা চামচ ফাউন্ডেশন প্রয়োজন। যদিও এটি মুখের জন্য অত্যধিক বেশি তারপরেও তিনি এর ধারণা দেন। ফাউন্ডেশনের সঙ্গে সানস্ক্রিনের কোনও তুলনা হয় না। এসপিএফ ৩০ ফাউন্ডেশনে মিশে গেলেও বিশুদ্ধ এসপিএফ ৩০ সানস্ক্রিনের মতো কার্যকর নয়। সেই কারণবশত ঘাড় থেকে নেকলাইন এবং সর্বস্তরে ফাউন্ডেশন দিয়ে ঢেকে রাখা আবশ্যিক। এর সঙ্গে তিনি আরও জানান, সূর্য রশ্মির প্রভাবে এই আবরণ বার বার প্রভাবিত হতে পারে। সেই কারণেই ২/৩ ঘণ্টা পর পর মুখ ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে আবার অ্যাপ্লাই করা প্রয়োজন। সুতরাং, যখন আপনার ফাউন্ডেশনে এসপিএফ থাকে তখন ফাউন্ডেশনের নিচে সানস্ক্রিন লাগানো ভাল। এসপিএফ-এর সাথে মেক-আপকে সুরক্ষার অতিরিক্ত কোট হিসাবে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা ভাল! তবে স্কিনে সহ্য না হলে শুধু ফাউন্ডেশন ব্যবহার করুন।

তেঁতুল দেহে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে

তেঁতুল আমাদের দেশের বসন্তকালের টকজাতীয় ফল হলেও সারা বছর পাওয়া যায়। অনেকেরই ধারণা তেঁতুল খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং তেঁতুল খেলে রক্ত পানি হয়। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, বরং তেঁতুলে রয়েছে প্রচুর পুষ্টি ও ভেষজ গুণ। তেঁতুল দেহে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং হৃদরোগীদের জন্য খুবই উপকারী।

তেঁতুল দিয়ে কবিরাজি, ইউনানী,হোমিও ও এলোপ্যাথিক ওষুধ তৈরি করা হয়। তেঁতুলকে হার্টের টনিক বলা হয়। এটা লিগুমিনোসি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। তেঁতুলের ফলে এসিডিক পাল্প থাকে। এটা সরাসরি খাওয়া যায় এবং জ্যাম, জেলী, আচার, সিরাপ ও পানীয় তৈরি করেও খাওয়া যায়।

তেঁতুলে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন, আঁশ, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান বিদ্যমান। তেঁতুল যেসব রোগের জন্য উপকারী তার মধ্যে-স্কার্ভি রোগ, কোষ্টবদ্ধতা, শরীর জ্বালা করা অন্যতম। এসব রোগে তেঁতুলের শরবত খুব উপকারী।তেঁতুল রক্তের কোলেস্টেরল কমায়। দেহের মেদভুঁড়ি কমায়। পেটে গ্যাস হলে তেঁতুলের শরবত খেলে ভালো হয়। তেঁতুল খেলে কোনো ক্ষতি হয় না।

তবে বেশি খেলে রক্তের চাপ কমে যেতে পারে। তবে প্রতিদিন কমপক্ষে বীজ ছাড়া আঁশসহ ২৫ গ্রাম তেঁতুল লবণ ও মিষ্টি ছাড়া ভক্ষণ করলে ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে। অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা আছে তেঁতুল খেলে সেক্স কমে যায়, কিন্তু নিয়মিত তেঁতুল খেলে শরীর থেকে অতিরিক্ত ফ্যাট বের হয়ে সেক্স আরো বাড়িয়ে দেয়।পাকা তেঁতুল কফ ও বায়ুনাশক, খিদে বাড়ায় ও উষ্ণবীর্য হয়। তেঁতুল খাওয়ার পরে যদি পাতলা পায়খানা হয় তাহলে বোঝা যাবে তেঁতুল শরীরে ভাল কাজ করছে।

প্রতিদিন নিয়মিত তেঁতুল খেলে অনেক উপকার পাওয়া যায় তার কিছু নিম্নে বর্ণনা করা হল: * তেঁতুল হার্ট ভাল রাখে। * তেঁতুল ডায়াবেটিস কমায়। * তেঁতুল শরীরের কোলেস্টৈরল ও ফ্যাট কমায়। * তেঁতুল শরীরের ত্বকের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ও ত্বক ভাল রাখে। * তেঁতুল এন্টিঅক্সিডেন্টের একটি ভাল উৎস যা ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। * তেঁতুল তাপমাত্রা কমিয়ে জ্বর সারায়। * তেঁতুল ঠান্ডা লাগা রোগে উপকারী। * তেঁতুল শরীরের পরিপাক ক্রিয়া সক্রিয় রাখে। * তেঁতুল হজমে সাহায্য করে।

তেঁতুল ক্ষুধা বাড়ায়। * তেঁতুল কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। * তেঁতুল শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয়। * তেঁতুল জন্ডিস রোগে উপকারী।

এছাড়াও তেঁতুল গাছের ছাল, ফুল, পাতা, বিচি ও ফল সবই ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তেঁতুল বীজের শাঁস পুরনো পেটের অসুখে উপকারী। তেঁতুল পাতার রস কৃমিনাশক ও চোখ ওঠা সারায়। মুখে ঘা বা ক্ষত হলে পাতা তেঁতুল জলে কুলকুচি করলে উপকার পাওয়া যায়।

ছোট বয়সে মেয়ের কান ফুটো করিয়ে বিপদ ডেকে আনছেন না তো?

মেয়েদের কান ফুটো করার ঘটনা কোনও নতুন নয়। তবে আপনার বাড়ির মেয়েটির কান ফুটো ঠিক কত বছর বয়সে করেছেন? একটি চল রয়েছে, মেয়েদের খুব ছোট বয়সেই কান, নাক ফুটো করিয়ে দেওয়া হয়। বাচ্চা বয়সেই তাদের কানের পরার লোভ দেখানো হয়। আবার অনেকে মনে করেন যে, ছোট বয়সে কানে লতি পাতলা থাকায় কম লাগবে। আগেকার দিনের মহিলাদের জিজ্ঞেস করে জানা গিয়েছে, তাঁরা ৫ থেকে ৬ বছর বয়সেই কান ফুটো করেছেন। কিন্তু জানেন কি, কম বয়সে মেয়েদের কান, নাক ফুটো করা একদমই উচিত নয়। তাতে দুই কানের ফুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকতে পারে। একই সঙ্গে সংক্রমণের আশঙ্কাও বাড়ে। একদমই আপনার বাড়ির খুদেকে কম বয়সে কান ফুটো করে দেবেন না। বিশেষজ্ঞদের মতে, ১০ বছর বয়সের পর কান ফুটো করবেন। তারপরে করলে আরও ভাল। কয়েকজন চিকিৎসক জানিয়েছেন, কানের গ্রোথ আটকে যায় ফুটো করলে, তাই যদি পারেন তাহলে ১৫ বছরের পর কান ফুটো করবেন আপনাদের বাড়ির মেয়ের।

কান ফুটো যখন করাবেন, তখন অভিজ্ঞ কাউকে দিয়েই কান ফুটো করানো উচিত। কানে ফুটো করানোর পরেই লতিতে সোনা বা রুপোর দুল না পরিয়ে ইমিটেশনের দুল পরিয়ে দেবেন। তবে সেই দুল তিন দিনের বেশি রাখা উচিত নয়। তাতে কানে সংক্রমণের আশঙ্কা দেখা দেয়। তিন দিন পরে ইমিটেশনের দুল খুলে সোনা বা রুপোর দুল পরাতে পারেন। সে সময় লেবু বা ভিটামিন সি জাতীয় ফল বেশি করে খেতে দেওয়া উচিত। তাহলে ক্ষত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে।

ভোটভিক্ষা

শ্রীকুমার দত্ত

নমস্কার, আমি আবার এলাম
পরিবর্তনের আবির হাতে নিয়ে
মানুষটা আমি সেই একই আছি
শুধু রংটা এবার পাল্টে এলাম
আপনাদের কি কখনো ভুলতে পারি ?
কোকিল যেমন ভুলে না তো বসন্তকাল
অযাচিত অতিথি হতে চাই না প্রতিদিন
তাই তো আসি বছর পাঁচেক বাদে
ভোট-যুদ্ধের দামামা যখন বাজে
সঙ্গে আনি হরেক রকম প্রতিশ্রুতির ঝোলা
দীন-দরিদ্র আমি, নাই যে আর কিছুই দেবার
আগের মতোই করে দিন আমার তরী পার।

শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়ে'র দুটি কবিতা

দ্রাব্য দ্রাবকের সম্পর্ক

কোন উৎসব আসলে বাদামি পোশাকে
দুঃখ ঝরে পড়ে
বুকের খাঁচায় আড়বাঁশির সুর বেজে ওঠে
দালান বাড়ি ভেঙে যায় নদীর ভয়াবহ স্রোতে

অন্ত হীন মেঘের দেশে কোন নারীর
পথচলা
যেখানে স্বপ্ন ছুঁয়ে দেয় পায়ের ঘুঙুর
সদ্য জাত শিশুর কান্না, আর মুখে
লেগে থাকা দুধের গন্ধ

এখন সারা শরীর কাঠ ফাটা রোদ
এখন পায়ে পায়ে মৃত্যু মিছিল
এখন সান্ধ্য ভাষায় গান

তবু লীন তাপে গড়ে ওঠে জীবন
দ্রাব্য দ্রাবকের সম্পর্ক

পরিযায়ী পাখি

সন্ধ্যা আসবে জেনেও
নদী মাঠ পেরিয়ে পরিযায়ী পাখি
উড়ে যায় কোন প্রাচীন নগরে
নিষ্ঠুরতা খুঁজে ফেরে সালোক সংশ্লেষে

ভূগর্ভস্থ ছায়া কেঁপে ওঠে
রক্তে লালিত প্রতিহিংসার বীজ ও পাতা
মাটিতে ঝরে পড়ে
নির্মোহ বেড়া জাল ভেঙে দাপিয়ে বেড়ায়
গভীর অরন্যে

প্রত্যহ বিচ্ছেদ ঘটে পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে
মোচড়্‌ দেওয়া দুঃখ ভুলে যাই ক্রমশ
দু'হাতে ছুঁয়ে থাকি সপ্তর্ষীমন্ডলের মুখ
আর ডুলুং নদীর অগ্নুৎপাত !

বৃহস্পতিবার আগরতলায় বরিষ্ঠ ব্যাক্তিদের এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

উত্তরাখণ্ডের জনগণের কাছে বিজেপির জন্য ভোট চাইলেন নাড্ডা, দিলেন উন্নয়নের আশ্বাস

পিথোরাগড়, ৪ এপ্রিল (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের জনগণের কাছে বিজেপির জন্য ভোট চাইলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। দিলেন আরও উন্নয়নের আশ্বাস। বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়ে এক নির্বাচনী জনসভায় নাড্ডা বলেছেন, 'টানা তৃতীয়বারের মতো আপনারা উত্তরাখণ্ড থেকে ৫ জনের মধ্যে ৫ জনকে বিজেপিতে পাঠাবেন এবং মোদীজির নেতৃত্বে ভারত ২০২৪ সালের মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হবে।'

নাড্ডা আরও বলেছেন, 'এই নির্বাচনে একদিকে সেই সব মানুষ আছেন, যারা উত্তরাখণ্ডের বেদনা বুঝেছেন, যারা উত্তরাখণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কোনও খামতি রাখেননি, যারা উত্তরাখণ্ডের যুবকদের আশা-আকাঙ্খাকে ডানা মেলে ধরার কাজ করেছেন, যারা নারীদের ক্ষমতায়ন করেছেন। অন্য দিকে সেইসব মানুষ, যারা আপনাদের সঙ্গে কয়েক দশক ধরে প্রতারণা করেছে, যারা কেলেঙ্কারি করেছে, যারা আপনাদের উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করেছে এবং আপনাদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে।'

বালুরঘাটে মনোনয়নপত্র জমা আইএসএফ প্রার্থীর, বলেন বামেদের সঙ্গে এখানে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই

বালুরঘাট, ৪ এপ্রিল (হি. স.):রাজ্যে বাম-কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হলেও আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বালুরঘাট লোকসভা আসনে লড়বে আইএসএফ। বুধবার বালুরঘাট আসনে বামেদের তরফে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন জয়দেব কুমার সিদ্ধান্ত। বৃহস্পতিবার সকালে বালুরঘাট ডিএম অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন আইএসএফ প্রার্থী ডঃ মোজাম্মেল হক। মনোনয়নপত্র দেওয়ার পর তিনি জানান, এই আসনে বামেদের সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হবে।

বুধবার মোজাম্মেল হক মনোনয়নপত্র জমা দিতে এসেছিলেন, কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার কারণে মনোনয়ন জমা দিতে পারেননি আইএসএফ প্রার্থী। তাই বৃহস্পতিবার সকালে মনোনয়ন জমা দেন তিনি। এদিন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর আইএসএফ প্রার্থী জানান, এবারের লড়াই হবে মূলত বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। আর বামেদের সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হবে বলে জানালেন আইএসএফ প্রার্থী ডঃ মোজাম্মেল হক।

টানা ২১ ওভার মেডেন করে রেকর্ড গড়া অলরাউন্ডারের জন্মদিন বৃহস্পতিবার

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): এক ওভার দু ওভার নয়, টানা ২১ ওভারে একটি রান না দেওয়া বিশ্ব ক্রিকেটে রয়েছেন একজন মাত্র বোলার— এমন দুর্ধর্ষ রেকর্ডের মালিক হলেন ভারতের বাপু নাদকারনি। ভারতীয় দলের প্রাক্তন এই অলরাউন্ডার ১৯৬৪ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টে টানা ২১ ওভার মেডেন নিয়ে ইতিহাস গড়েছেন যা আজও কেউ ভাঙতে পারেননি। ইতিহাস গড়া সেই ভারতীয় অলরাউন্ডারের মৃত্যু হয়েছিল ২০২০ সালের ১৭ জানুয়ারি। বাঁহাতি স্পিনার নাদকারনির খুঁত লাইন ও লেন্থের বোলিংয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি ভারতীয় বহু স্পিনারের আইকনও ছিলেন। আবার বাঁ হাতে ব্যাটটাও দুর্দান্ত করতেন। ১৯৫৫ সালে দিল্লিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট অভিষেক নাদকারনির। ১৯৬৮ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেই অকল্যান্ডে শেষ টেস্ট খেলেন তিনি। ভারতের হয়ে ৪১ টেস্ট খেলেছেন নাদকারনি। ব্যাট হাতে ১৪১৪ রানের সঙ্গে বল হাতে নিয়েছেন ৮৮ উইকেট। টেস্টে ৪৩ রানে নিয়েছেন ৬ উইকেট। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেও ১৯১ ম্যাচ খেলে ৮৮৮০ রান করেছেন এই অলরাউন্ডার। সেইসঙ্গে নিয়েছেন ৫০০টি উইকেট। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টানা ২১ ওভার মেডেনের রেকর্ড আজও বিশ্ব ক্রিকেটে অম্লান।এই রেকর্ড কোনওদিন ভাঙ্গে বলে মনে হয় না। আর এজন্য তিনি বিশ্ব ক্রিকেটে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।বৃহস্পতিবার এই কিংবদন্তি ক্রিকেটারের ৯১—তম জন্মদিন।

কংগ্রেস ছেড়েই বিজেপিতে, গৌরব বল্লভ যোগ দিলেন পদ্ম শিবিরে

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.): বৃহস্পতিবারই কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, আর এদিনই বিজেপিতে যোগ দিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা গৌরব বল্লভ। বৃহস্পতিবার দুপুরে দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিনোদ তাওড়ের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন গৌরব। এছাড়াও এদিন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন অনিল শর্মা এবং উপেন্দ্র যাদব। সকলেই বিজেপির সদস্যতা গ্রহণ করেছেন। কৃষি আইনের বিরুদ্ধে তিন বছর আগে কৃষক আন্দোলনের সময় ধারাবাহিক ভাবে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে নিশানা করার দায়িত্ব তাঁকে দিয়েছিল কংগ্রেস।

গত বছর হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পরে শিল্পপতি গৌতম আদানিকে নিয়েও বার বার এআইসিসির সাংবাদিক বৈঠকে সরব হয়েছিলেন তিনি। কংগ্রেসের অন্যতম সেই সর্বভারতীয় মুখপাত্র গৌরব বল্লভ বৃহস্পতিবার দলের সমস্ত পদ এবং প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন। এক্স হ্যান্ডলে গৌরব লিখেছেন, "কংগ্রেস দল এখন দিশাহীনতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি না।"

আর এদিন বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর গৌরব বলেছেন, 'আমি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সকালে একটি চিঠি পোস্ট করেছি... সেই চিঠিতে, আমি আমার হৃদয়ের সমস্ত বেদনা লিখেছি... শুরু থেকেই আমার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে ভগবান শ্রী রামের মন্দির (অযোধ্যায়) নির্মাণ করা উচিত। আমন্ত্রণ পেয়েও সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে কংগ্রেস, আমি তা মেনে নিতে পারিনি। জোটের নেতারা সনাতন ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, কেন কংগ্রেস কিছু বলছে না?...আমি আজ বিজেপিতে যোগ দিয়েছি এবং ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

কেজরিওয়ালকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরানোর মামলা খারিজ দিল্লি হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরানোর মামলা খারিজ করে দিল দিল্লি হাইকোর্ট।

আবগারি দুর্নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। জেল থেকেই তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদের সকল কাজ করছিলেন। তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণের আর্জি জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সেই মামল২০ ঘন্টার চেষ্টায় মিলল সাফল্য, কর্ণাটকে বোরওয়েলে পড়ে যাওয়া শিশু উদ্ধার

। খারিজ করে দিল দিল্লি হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মনমোহনের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি মনমোহন এপ্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন কিনা সেটা তাঁর বিষয়। গণতন্ত্রকে নিজের পথে চলতে দেওয়া উচিত।

২০ ঘন্টার চেষ্টায় মিলল সাফল্য, কর্ণাটকে বোরওয়েলে পড়ে যাওয়া শিশু উদ্ধার

বিজয়পুরা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): দীর্ঘ ২০ ঘন্টার চেষ্টায় অবশেষে মিলল সাফল্য। কর্ণাটকের বিজয়পুরা জেলায় গভীর গর্তে (বোরওয়েলে) পড়ে যাওয়া শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। দেড় বছরের ওই শিশুকে উদ্ধার করার পর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিজয়পুরা জেলার ইন্দি তালুকের অন্তর্গত লাচিয়ান গ্রামের ঘটনা। বুধবার রাত থেকে ১.৫ বছরের শিশুটিকে উদ্ধারের আপ্রাণ চেষ্টা চলছিল, ঘটনাস্থলে প্রস্তুত ছিল মেডিকেল টিম ও একটি অ্যাম্বুলেন্স। অবশেষে শিশুটিকে উদ্ধার করেছে এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ বাহিনী। বুধবার সন্ধ্যায় দেড় বছরের শিশুটি একটি খোলামুখ বোরওয়েলে পড়ে যায়, ১৫-২০ ফুট নীচে আটকে যায় শিশুটি। উদ্ধারকারীরা জানান, শিশুটি নিঃশ্বাস নিতে পারছিল। সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য বোরওয়েলে একটি ক্যামেরা নামানো হয়। পরে অক্সিজেনের পাইপও পৌঁছে দেওয়া হয়। গভীর রাতে সমান্তরাল কূপ খনন করা হয় ১০ ফুট গভীরে। দেড় বছরের শিশুটির নাম-সাত্ত্বিক সতীশ মুজাগন্ড। বুধবার সন্ধ্যায় খেলা করার সময় কোনওভাবে বোরওয়েলে পড়ে যায় সে। সেই থেকে চলছিল উদ্ধারকাজ, সাফল্য মিলল বৃহস্পতিবার দুপুরে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯০ ডলারের এর কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.): আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে ঊর্ধ্বমুখীর প্রবণতা রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রায় ৯০ ডলার এবং ডব্লুটিআই ক্রুডের দাম প্রায় ৮৬ ডলার প্রতি ব্যারেল। বৃহস্পতিবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৪৭.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে উপলব্ধ।

আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের চতুর্থ দিনে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.৩২ ডলার বা ০.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৪৯.৬৭ ডলারে রয়েছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.৩৩ ডলার বা ০.৩৯ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ৮৫.১৩ ডলারে লেনদেন করছে।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় কমরেড সুনীত চোপড়া শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

বাংলাদেশে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে হামলা, পাঁচ নিরাপত্তা কর্মী আহত

ঢাকা, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : বাংলাদেশের রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে হামলা চালাল সশস্ত্র হামলাকারীরা। এই হামলায় পাঁচ নিরাপত্তা কর্মী আহত হয়েছেন। বুধবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ কারখানা চত্বরের ৩ নম্বর টাওয়ারের কাছে ৫ নম্বর ইয়ার্ডে এই হামলার ঘটনা ঘটে। প্ল্যান্টের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার আনোয়ারুল আজিম হামলার বিষয়টি সম্পর্কে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সশস্ত্র হামলাকারীরা কারখানার আবাসিক এলাকায় ঢোকার চেষ্টা করছিল। নিরাপত্তা রক্ষীরা হামলাকারীদের প্রবেশে বাধা দিতে গেলে তাদের ওপর হামলা চালানো হয়। আহতদের মধ্যে দু''জনকে তাৎক্ষণিকভাবে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাকি তিনজনকে রামপাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

রামপাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সোমেন দাস জানান, অপরাধীদের ধরতে চেষ্টা চলছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্লান্ট ও সংলগ্ন এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বান্দরবানের রুমা ও থানচি উপজেলায় মঙ্গল ও বুধবার ব্যাংক ডাকাতির ঘটনায় মানুষ এমনিতেই আতঙ্কে রয়েছে। এর মধ্যে রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে চলল হামলা।

২০২৪-এর ভোট বিহার ও ভারতের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত নির্ধারক : প্রধানমন্ত্রী

জামুই, ৪ এপ্রিল (হি.স.): এবারের লোকসভা নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, ২০২৪-এর ভোট বিহার ও ভারতের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত নির্ধারক। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এই নির্বাচন বিকশিত বিহারের স্বপ্ন পূরণের নির্বাচন। এই নির্বাচন একটি বিকশিত ভারতের সংকল্পকে শক্তিশালী করার নির্বাচন। বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার বিহারের জামুইয়ে এক নির্বাচনী জনসভা করেন। এই জনসভায় তিনি বলেছেন, 'একদিকে এনডিএ সরকার রয়েছে, যারা নতুন শিল্প স্থাপনের কথা বলে।

অপরদিকে রয়েছে সেই সমস্ত মানুষ, যাঁদের পরিচয় অপহরণ শিল্পের সঙ্গে। একদিকে এনডিএ সরকার, যারা সৌরবিদ্যুৎ এবং এলইডি লাইটের কথা বলে। অন্যদিকে, এই অহঙ্কারী জোটের লোকজন, যারা বিহারকে লণ্ঠন যুগে রাখতে চায়।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'কংগ্রেস-আরজেডি বিহার ও বিহারীদের অহঙ্কারকে অপমান করেছে। কংগ্রেস এবং আরজেডিই কর্পুরী ঠাকুরকে অপমান করেছিল। সম্প্রতি আমাদের সরকার বিহারের গৌরব কর্পুরী ঠাকুরকে ভারতরত্ন দিয়েছে, তখনও এই লোকজন এর বিরোধিতা করেছিল।'

পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন সরকারি কর্মীরা : নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি.স.): সরকারি কর্মীরা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন না — এই মর্মে হোয়াটসঅ্যাপে যে মেসেজ আদান প্রদান হচ্ছে তা ভুয়ো বলে নির্বাচন কমিশন স্পষ্টভাবে জানিয়েছে। বার্তায় নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, এ ধরনের মেসেজ সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং বিভ্রান্তিকর।

ভোটের কাজে যুক্ত যোগ্য সরকারি আধিকারিক এবং কর্মীরা কোনও সমস্যা ছাড়াই নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্র থেকে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। যে কোনও রকম ভুয়ো তথ্যের বিষয়ে জনগনকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নির্ভুল তথ্য পেতে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে নজর রাখতে বলেছে নির্বাচন কমিশন।

১০ বছরে যা হয়েছে তা শুধু ট্রেলার, এখনও অনেক কিছু করার আছে : প্রধানমন্ত্রী

জামুই, ৪ এপ্রিল (হি.স.): বিগত ১০ বছরে যা হয়েছে তা তো শুধু ট্রেলার, এখনও অনেক কিছু করার আছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, দেশ ও বিহারকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাদের। বৃহস্পতিবার বিহারের জামুইয়ে বিশাল এক জনসভায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বিহারের ভূমি সমগ্র দেশকে দিশা দেখিয়েছে। বিহারের এই ভূমি স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং স্বাধীন ভারতের ভীত মজবুত করতে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীনতার পর বিহারের সম্ভাবনার প্রতি সুবিচার করা হয়নি। এনডিএ জোট অনেক প্রচেষ্টায় বিহারকে একটি বড় জলাবদ্ধতা থেকে বের করে এনেছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'বর্তমান ভারত বিশ্বকে পথ দেখায়। মাত্র ১০ বছরে ভারতের সুনাম এবং মর্যাদা কীভাবে বেড়েছে তা এখন বিশ্ব দেখছে। বিগত ১০ বছরে যা হয়েছে তা তো শুধু ট্রেলার, এখনও অনেক কিছু করার আছে।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'যারা রেলে নিয়োগের নামে দরিদ্র যুবকদের কাছ থেকে জমি রেজিস্ট্রি করে, তাঁরা বিহারের যুবকদের কোনও উপকার করতে পারে না। অহঙ্কারী জোটের লোকজনের সময়ে শুধু জরাজীর্ণ ট্রেন চলত। কিন্তু এখন সারা দেশের মতো বিহারের মানুষও বন্দে ভারত ট্রেনে যাতায়াত করছে।'

আমাদের দলে ছিল আপদ, এখন ওদের সম্পদ হয়েছে, নাম না করে নিশীথকে কটাক্ষ মমতার

মাথাভাঙা, ৪ এপ্রিল (হি. স.): উত্তরবঙ্গে জোরকদমে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোচবিহার জেলার মাথাভাঙার সভা থেকে নাম না করে বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিককে আক্রমণ করলেন তিনি।

মমতা বলেন, 'আপনাদের একজন বাবু যার বিরুদ্ধে হাজার হাজার কেস, আমার দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। আমাদের দলে ও ছিল আপদ, আর বিজেপির আজ হয়েছে সম্পদ। শুধু গুন্ডামি করে বেড়ায়। ৪-৫ গাড়ি পুলিশ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ক'দিন আগে উদয়ন গুহকেও অ্যাটাক করেছিল। উদয়ন গুহর গাড়িতে অ্যাটাক হয়েছিল।'

নিশীথকে নিশানা করে মমতা এও বলেন, "দেশের লজ্জা, দেশের কলঙ্ক।" মমতার কথায়, নিশীথ মন্ত্রী হয়ে শুধুই রাজার মতো থাকছে আর নিজের উন্নয়ন করছে। কোচবিহারের কোনও উন্নয়ন হচ্ছে না বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি।

ওয়াটগঞ্জে মহিলা খুনে নিকটাত্মীয়কে গ্রেফতার পুলিশের, 'ফেরার' স্বামী

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি. স.): ওয়াটগঞ্জে মহিলা খুনে নিকটাত্মীয়কে গ্রেফতার করল পুলিশ। জানা গেছে, নীলাঞ্জন সরখেলকে (৫৩) বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করে পুলিশ। যদিও মৃত দুর্গা সরখেলের (৩৮) স্বামীর খোঁজ এখনও পায়নি পুলিশ। জানা গেছে, নীলাঞ্জন সরখেল সম্পর্কে দুর্গা সরখেলের দেওর হন।

প্রসঙ্গত, গত ২ এপ্রিল ওয়াটগঞ্জের একটি পরিত্যক্ত এলাকা থেকে এক মহিলার টুকরো টুকরো দেহ উদ্ধার হয়। তিনটে কালো প্লাস্টিক ব্যাগে মোড়া ছিল মহিলার দেহাংশ। দেহাংশ উদ্ধার হওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর মৃত মহিলার পরিচয় জানতে পারে পুলিশ। জানা যায়, বন্দর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন দুর্গা সরখেল।

৩ দিন ধরে তিনি নিখোঁজ ছিলেন বলে জানা যায়। দুর্গার দেহ শনাক্ত করেন তাঁর বাড়ির লোকেরাই। মৃতার একটি পুত্রও আছে। মৃতার পরিচয় পেতেই তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। দুর্গার দেওর নীলাঞ্জনকে বুধবার রাতে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। জেরা করার পর নীলাঞ্জনকে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মৃতার স্বামী মাদকাসক্ত বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। তাঁকে রিহ্যাবে পাঠানো হয়েছিল। তবে সেখান থেকে তিনি পালিয়ে যান। তদন্তকারীদের অনুমান ধারালো অস্ত্র দিয়ে দুর্গাকে খুন করা হয়েছিল। খুনের নেপথ্যে কারণ কী তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

চিরাগের দল ছাড়লেন ২২ নেতা, বিহারে চাপে এনডিএ

পাটনা, ৪ এপ্রিল (হি. স.): ভোটের আগেই বিহারে ধাক্কা খেল বিজেপির জোটসঙ্গী লোক জনশক্তি পার্টি। বৃহস্পতিবার চিরাগ পাসওয়ানের দলের ২২ জন নেতা ইস্তফা দিয়েছেন। মূলত লোকসভা ভোটে টিকিট না পেয়েই এই ইস্তফা বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, লোকসভা ভোটে আইএনডিএ জোটকে তাঁরা সমর্থন করবেন। দলত্যাগীদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী রেনু কুশওয়াহা, প্রাক্তন বিধায়ক ও দলের সাধারণ সম্পাদক সতীশ কুমার, মন্ত্রী রবীন্দ্র সিং, অজয় কুশওয়াহা, সঞ্জয় সিং, রাজেশ দাঙ্গি প্রমুখ। ২২ দলত্যাগী জানিয়েছেন, 'ভোটে টিকিট দলীয় কর্মীদের দেওয়া উচিত, বাইরের কাউকে নয়। বাইরের লোকজনকে টিকিট দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ, আপনার দলে যোগ্য প্রার্থী নেই। চিরাগকে তাঁরা কটাক্ষ করে বলেন, আমরা কি আপনার দলে শ্রমিক যে শুধু আপনাকে নেতা বানানোর জন্য পরিশ্রম করব? আমরা দলের শ্রমিক নই। এটা বিশ্বাসঘাতকতা। আমরা আইএনডিএ জোটকে সমর্থন করব।'

প্রসঙ্গত, ৪০ আসনের বিহার লোকসভায় ৫টি আসনে লড়ছে চিরাগ পাসওয়ানের লোক জনশক্তি দল। আসনগুলি হল বৈশালী, হাজিপুর, সমস্তিপুর, খাগারিয়া ও জামুই। প্রসঙ্গত বিহারে সাত দফায় হবে লোকসভা ভোট।

মহিলা

● আটের পাতার পর

রেলস্টেশন থেকে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী সহ এক মহিলাকে আটক করা হয়েছে। তার মল্লিকা বিবি। ওই মহিলার কাছ থেকে ২৬০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ তাকে আটক করেছে আগরতলা রেল পুলিশ ও নারকোটিক্সের টিম। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সামগ্রী

● প্রথম পাতার পর

আড়াল থেকে ১০ কার্টুনে ১৬০০ বোতল নেশা জাতীয় এসকফ সিরাফ উদ্ধার হয়। যার কালোবাজারী মুল্য অনুমানিক ১৫ লক্ষাধিক টাকার মত হবে। এ কান্ডে জড়িত থাকার দায়ে গাড়ির চালককে আটক করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম রাজেশ কুমার।তার বাড়ি বিহারে। পুলিশ ধৃতের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। তাকে রাতভর থানায় আটকে রেখে টানা জিঙ্গাসাবাদের পর ধৃতকে শুক্রবার আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এ রুট ধরে গত দীর্ঘদিন ধরে ব্যাপক পরিমান নেশা সামগ্রী ত্রিপুরা হয়ে বাংলাদেশে পাচারের অভিযোগ রয়েছে। এতে সময়ে সময়ে পুলিশি অভিযানে নেশা সামগ্রী সহ পাচারকারি ধরা পড়লেও ব্যাপক পাচার বাণিজ্যে লাগাম টানা সম্ভবপর হয়ে উঠছে না।

কেননা পুলিশের পক্ষে প্রতিটি গাড়িতে চিরুনি তল্লাশি সম্ভব নয়। ফলে এ রুটকে অনেকটা সেফ জোন হিসাবেও ব্যবহার করছে বিশেষ পাচার চক্র।এতে একটি গাড়ি ধরা পড়লে অন্যটি পার পাচ্ছে বলে স্পষ্ট ধারনা করা হচ্ছে। উক্ত গেইট দিয়ে নেশা সামগ্রী পাচার বন্ধ করতে এখানে অত্যাধুনিক স্ক্যানিং মেশিন স্থাপনের জোরালো দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। এতে অনেকটা ঝুট ঝামেলা থেকে রেহাই পাবেন বিভিন্ন দুরপাল্লার চালকরা,পাশাপাশি ভিড় কমবে আন্ত:রাজ্য সীমান্ত চেক গেটে।

নিন্দা

● প্রথম পাতার পর

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন অমিতাভ দত্ত সিপিআই(এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক মন্ডলী সদস্য, উত্তর ত্রিপুরা জেলা কমিটির সম্পা দক এবং প্রাক্তন বিধায়ক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর মহকুমা কমিটির সম্পাদক অজিত দাস, উত্তর ত্রিপুরা জেলা কমিটির সদস্য শুভেন্দু দাস, ভাল্লুকছড়া অঞ্চ ল কমিটির সম্পাদ বাবুজয় রিয়াঙ ,ভাল্লুক ছড়া অঞ্চল কমিটির সদস্য রায়া হলাম সহ আরো প্রমুখরা।সভার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন দপ্তর থেকে অনুমতিও গ্রহণ করা হয়েছিল। সভা যথারীতি ১১ টায় শুরু হয়। সভাস্থলে আরক্ষা প্রশাসন এবং নির্বাচন দপ্তরের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।সভার প্রধান বক্তা ইন্ডিয়া জোটের উত্তর জেলা চাপ্টারের যুগ্ম আহ্বায়ক অমিতাভ দত্ত যখন সভায় বক্তব্য রাখছিলেন, ঠিক সে সময়ে অতর্কিতে বেশ কিছু দুষ্কৃতী শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী সভার উপর হামলা চালয় বলে অভিযোগ। এতে বক্তা অমিতাভ দত্তের মাথায় আঘাত লাগে। হাত থেকে মাইক্রোফোন ছিনিয়ে নেয় হামলাকারীরা।আরক্ষা প্রশাসন এবং নির্বাচন আধিকারিকরাও এগিয়ে আসে। প্রধান হামলাকারীকে আটক করা হয় এবং পুলিশি হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। আক্রমণ কারীরা শাসক দলের সমর্থক বলে অভিযোগ ইন্ডি জোটের নেতৃত্বের। তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন নেতৃত্বরা।

করেছেন

● প্রথম পাতার পর

শহর পরিক্রমা করে। পরে এক পথ সভায় মিলিত হন বিপ্লব কুমার দেব। এদিনের রেলি ঘিরে বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। বিপ্লব দেবের সঙ্গে এদিন হুড খোলা গাড়িতে প্রচারে অংশ নিয়েছেন যুব মোর্চার সভাপতি সুশান্ত দেব, বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। বিপ্লব কুমার দেব হাত নাড়িয়ে দলের নেতা কর্মী সমর্থকদের অভিনন্দন জানান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ফাঁসিদেওয়ায় নির্বাচনী প্রচার সারলেন বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্ত

ফাঁসিদেওয়া, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : ফাঁসিদেওয়ায় নির্বাচনী প্রচার সারলেন দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্ত।বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়ার জ্যোতিনগরে কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে হুডখোলা গাড়িতে করে বিডিও অফিস এবং পরে জালাস থেকে রাঙাপানি পর্যন্ত প্রচার পর্ব সারেন তিনি। এদিন লিচুপাকরির পাহাড়ী মাতার মন্দিরেও পুজো দেন তিনি।

রাজু বিস্ত জানান, মানুষের উৎসাহ দেখে ভালো লাগছে। এই এলাকার মানুষ সচেতন। মানুষ তৃণমূলকে দেখে ভোট দেবে না, প্রধানমন্ত্রীকে দেখে ভোট দেবে। এছাড়াও তিনি বলেন, এই এলাকায় জল জীবন মিশনের জল পাচ্ছে না মানুষ। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের আধিকারিকদের হুঁশিয়ারি দেওয়ার পাশাপাশি সীমান্তে গরু পাচার নিয়ে পুলিশকেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

ভারত থেকে বাংলাদেশে আলু আমদানি বেড়েছে

কিশোর সরকার

ঢাকা, ৪ এপ্রিল (হি.স) : নিত্যপণ্যের বাজারদর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পিঁয়াজের পর এবার আলু আমদানির অনুমতির মেয়াদ বাড়িয়েছে বাংলাদেশ সরকার। বর্তমানে দাম কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় বাংলাদেশের দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে আলু আমদানির পরিমাণ বাড়িয়েছেন আমদানিকারকরা। দেশের বাজারে চাহিদা থাকা পর্যন্ত আলু আমদানি অব্যাহত রাখবেন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের আমদানিকারকরা।বুধবার (৩ এপ্রিল) হিলি স্থলবন্দর দিয়ে একদিনেই ২৬টি ট্রাকে ৬৭৮ টন আলু আমদানি হয়েছে। মঙ্গলবার বন্দর দিয়ে ১৩টি ট্রাকে ৩৪৮ টন আলু আমদানি হয়েছিল। এছাড়া সোমবার বন্দর দিয়ে দুটি ট্রাকে ৫৭ টন আলু আমদানি হয়েছিল। আজ বৃহস্পতিবার (৪ এপ্রিল) বন্দর দিয়ে আলু আমদানি অব্যাহত রয়েছে। হিলি স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীরা বলেন, বাংলাদেশের সরকার দেশের বাজারে আলুর সরবরাহ স্বাভাবিক ও দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে গত ১ ফেব্রুয়ারি ভারত থেকে আলু আমদানির অনুমতি দিয়েছে। ১৫ মার্চ পর্যন্ত আলু আমদানির অনুমতির মেয়াদ দেওয়া ছিল। পরবর্তী সময়ে যা বাড়িয়ে ৩১ মার্চ পর্যন্ত নির্ধারণ করে সরকার। আবারও সেই সময়সীমা ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

ফের পথ দুর্ঘটনা শহরে, লরির ধাক্কায় মৃত্যু বাইক আরোহীর

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স) : দক্ষিণ কলকাতার কুদঘাট অঞ্চলের ইটখোলা ঝিলের সামনের ঘটনা। বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বেপরোয়া লরির ধাক্কায় প্রাণ গেল এক যুবতীর। গুরুতর আহত অবস্থায় বাইকের পেছনে যিনি বসেছিলেন তাকে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কুদঘাট বাজার থেকে ইটখোলা মুখি স্কুটিটিকে ধাক্কা মারে লরিটি। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রিজেন্ট পার্ক থানার ওসি অরিজিৎ চ্যাটার্জি সহ বিশাল পুলিশবাহিনী।কী কারনে দুর্ঘটনা তা তদন্ত করে দেখছে রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশ। ঘাতক লরিটিকে যাওয়া হয়েছে থানায়। যে জায়গায় ঘটনাটি ঘটে সেখানে সিসিটিভি নেই। ইটখোলা ঝিলের সামনের ফাঁকা মাঠে সিলিন্ডার বোঝাই লরি, গোডাউন রয়েছে এবং এই ঘাতক সেই গোডাউন থেকেই বেরিয়েছিল। লরির গতি বেশি থাকায় খালপাড়ের রেলিং রীতিমতো ভেঙে গিয়েছে। মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন কিনা লরি চালক তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ফালাকাটায়

ফালাকাটা,৪ এপ্রিল (হি. স.) : গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ঘোকসাডাঙ্গা থানার অন্তর্গত আশ্রমপাড়া এলাকায়।মৃতার নাম শর্মিষ্ঠা পাল মিত্র।মৃতার পরিবার সূত্রে খবর, বুধবার রাত বারোটার দিকে তাদের কাছে খবর আসে যে শর্মিষ্ঠা অসুস্থ রয়েছে।এরপরই শর্মিষ্ঠার শ্বশুরবাড়িতে যান তার বাপের বাড়ির লোকেরা।সেখানে গিয়ে দেখেন ঘরের মেঝের মধ্যে নিস্তেজ হয়ে পড়ে রয়েছে শর্মিষ্ঠা।এরপর তাকে উদ্ধার করে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানকার চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।শর্মিষ্ঠার পরিবারের অভিযোগ,শর্মিষ্ঠাকে তাঁর স্বামী রাজু মিত্র শ্বাস রোধ করে খুন করেছে।ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়েছে। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

নির্বাচনি বিধিভঙ্গের অভিযোগে ব্রাত্যকে মন্ত্রীসভা থেকে সরানোর সুপারিশ রাজ্যপালের

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : নির্বাচনি আচরণ বিধিভঙ্গের অভিযোগে মন্ত্রীসভা থেকে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে সরানোর সুপারিশ করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ব্রাত্যকে অপসারণের সুপারিশ করেছেন রাজ্যপাল। কয়েকদিন আগে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূলপন্থী অধ্যাপক সংগঠন (ওয়েবকুপা)-র রাজ্য কনভেনশন আয়োজিত হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ব্রাত্য।অভিযোগ, সম্মলনে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়েও আলোচনা করেন মন্ত্রী। বিষয়টি নিয়ে সরব হয় বিরোধীরা। কংগ্রেস ও বিজেপির তরফে বিষয়টি নিয়ে নির্বাচনি বিধিভঙ্গের অভিযোগ তোলা হয়েছে। এনিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয় বিরোধীরা। রাজভবন সূত্রের খবর, সেই প্রেক্ষিতেই ব্রাত্যকে মন্ত্রীসভা থেকে সরানোর সুপারিশ করেছেন রাজ্যপাল। অন্যদিকে, এবিষয়ে ব্রাত্য বসু বলেছেন, 'এটা হাস্যকর নির্দেশ। বিধিভঙ্গ করলে নির্বাচন কমিশন দেখবে।'

উদ্ধার বঙ্গে, ধৃত ১

● প্রথম পাতার পর

বিলোনীয়া থানার অন্তর্গত আমজাদারনগর থেকে এক নাবালিকাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

অপহরনের পর পরিবারের পক্ষ থেকে বিলোনীয়া মহিলা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলার তদন্ত করে পুলিশ জানতে পারে অপহরনকারি জুমান মিয়া নাবালিকা মেয়েটিকে নিয়ে পশ্চিমবাংলার জোড়াসাকো থানাধীন একটি হোটেলে রয়েছে। দক্ষিন ত্রিপুরা জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জোড়াসাকো থানার সাথে যোগাযোগক্রমে এবং যৌথ অভিযান চালিয়ে বুধবার অপহরনকারি জুমান মিয়া ও নাবালিকা মেয়েটি সাথে জুমান মিয়ার দুই বৎসরের সন্তানকে উদ্ধার করে পুলিশ।পুলিশ জোড়াসাকো আদালতে ট্রানজিট রিমান্ড নিয়ে বুধবার রাতে বিলোনীয়া থানায় তাদের নিয়ে আসে। জেলা পুলিশ সুপার সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান ধৃত জুমান মিয়া ও নাবালিকাকে জিঞ্জাসাবাদ করে জানা যায় জুমান মিয়া নাবালিকাকে বিদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যে অপহরন করে। উল্লেখ্য জুমান মিয়া আগে বিদেশে থাকত। বৃহস্পতিবার নাবালিকাকে তার পরিবারের কাছে তুলে দেয় পুলিশ। অন্যদিকে পুলিশ জুমান মিয়ার বিরুদ্ধে অপহরণও নারী পাচার চক্রের অভিযোগে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে ধৃত জুমান মিয়াকে বৃহস্পতিবার আদালতে সোপার্দ করে মামলার তদন্ত কারি অফিসার এস আই মাফ্রু মগ।

এসপিও

● প্রথম পাতার পর

রাঙ্গামুড়া এলাকায় একটি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়। নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে সুমন হোসেনকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

অরুণাচল বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচন : প্রচারে আসছেন জেপি নাড্ডা, অমিত শাহ, রাজনাথ সিং

ইটানগর, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশের আসন্ন বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে প্রচারে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। আগামী ৮ এপ্রিল থেকে পর্যায়ক্রমে কেন্দ্রীয় নেতারা রাজ্যে এসে দলীয় প্রার্থীদের পালে হাওয়া তুলতে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণ করবেন।উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই রাজ্যে আগামী ১৯ এপ্রিল প্রথম দফায় দুটি লোকসভা এবং ৫০টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য একযোগে ভোটগ্রহণ হবে। ক্ষমতাসীন বিজেপি ইতিমধ্যেই ৬০ সদস্যের বিধানসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দশটি আসনে বিজয়ী হয়েছে।বিজেপির প্রদেশ কমিটির উপ-সভাপতি তারহ তারাক এ খবর দিয়ে জানান, আগামী ৮ এপ্রিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক দিনের সফরে পূর্ব সিয়াং জেলার পাসিঘাটে আসবেন। এদিন তিনি সেঞ্চুরিয়ান শহরে একটি নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দেবেন।৯ এপ্রিল নামসাই জেলায় আসবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। ওইদিন তিনি নামসাইয়ে নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দেবেন, জানান তারাক। এছাড়া ১০ এপ্রিল রাজ্যের রাজধানীতে আসবেন জেপি নাড্ডা। ওইদিন তিনি নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করে পার্শবর্তী দৈমুখে একটি সমাবেশে ভাষণ দেবেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগতপ্রকাশ।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ক্ষমতাসীন বিজেপি ৬০ আসনের বিধানসভা নির্বাচনে সব কেন্দ্রেই প্রার্থী দিয়েছে। এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু সহ দশজন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া বিরোধী কংগ্রেস ১৯, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) ২০, ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) ১৪টি, ১১টি আসনে আঞ্চলিক দল পিপলস পার্টি অব অরুণাচল (পিপিএ), চারটিতে অরুণাচল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, একটি আসনে লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেএসপি) প্রার্থী দিয়েছে। এদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজুকে অরুণাচল পশ্চিম সংসদীয় আসনে এবং পূর্ব সংসদীয় আসনে বর্তমান সাংসদ তাপির গাওকে টিকিট দিয়েছে দল।অন্যদিকে অরুণাচল প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নাবাম তুকি পশ্চিম লোকসভা আসনে এবং দলের প্রদেশ উপ-সভাপতি বসিরাম সিরাম পূর্ব লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা হবে ২ জুন এবং ৪ জুন হবে লোকসভা নির্বাচনের গণনা।

দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে পরিদর্শন রেল বোর্ডের চেয়ারপার্সন ও সিইও জয়া বার্মা সিনহার

গুয়াহাটি, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারপার্সন ও চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার (সিইও) জয়া বার্মা সিনহা উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ইউনেসকো বিশ্বঐতিহ্যবাহী দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনের সময় তাঁর সাথে ছিলেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব এবং প্রিন্সিপাল হেড অব ডিপার্টমেন্ট এবং কাটিহারের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার। ১০৯ বছর পুরনো তিনধরিয়া ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করে ঐতিহ্যবাহী এই স্থানের সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন সিইও জয়া বার্মা সিনহা। তিনধরিয়া ওয়ার্কশপটি ১৯১৫ সালে স্থাপন করা হয়েছিল এবং ভারতীয় রেলওয়ের এটিই একমাত্র ওয়ার্কশপ, যেখানে স্টিম ইঞ্জিন ও ন্যারো গজের কাঠের কোচের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। এছাড়া তিনি ১০০ বছরের পুরনো স্টিম ইঞ্জিন লোকো ৮০২বি পরিদর্শন করেন, যা এখনও ডিএইচআর-এ চলাচল করছে। দার্জিলিং যাওয়ার পথে তিনি বিভিন্ন 'জেড' রিভার্স ও লুপ পরিদর্শনও করেন সিইও জয়া বার্মা। পরে তিনি তৎকালীন 'অসম রেল লিংক প্রজেক্ট'-এর মুখ্য কার্যালয় তথা ডিএইচআর-এর মুখ্য কার্যালয় এলিসিয়া প্যালেস পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি মিনি মিউজিয়াম ও ডিএইচআর কার্যালয় পরিদর্শন করেন। পরে ডিএইচআর-এর আধিকারিকদের সাথে আলোচনায় মিলিত হয়ে তিনি ওই অঞ্চলে রেলওয়ের কাজের সমস্ত দিকের কর্মক্ষমতার পর্যালোচনা করেন।

রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারপার্সন ও সিইও দার্জিলি-হিমালয়ান রেলওয়ে রুটের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টপেজ কার্শিয়াং স্টেশনও পরিদর্শন করেন, যা ডিএইচআর-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি কার্যকর ও প্রশাসনিক কেন্দ্র। তিনি ঘুম মিউজিয়াম ও স্টেশন পরিদর্শন করেন, যা ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ রেলওয়ে স্টেশন। পরে তিনি দার্জিলিং স্টেশন পরিদর্শন করেন এবং নতুন করে সাজিয়ে তোলা ঐতিহ্যবাহী টার্নটেবিল পরিদর্শন করেন। তিনিকার্শিয়াং, ঘুম ও দার্জিলিং স্টেশনের সমস্ত যাত্রী সুযোগ-সুবিধা খতিয়ে দেখেছেন সিইও সিনহা।

মালদার বিজেপি কর্মী লতিকা হালদারকে ফোন মোদীর

মালদা, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : মালদার বিজেপি কর্মী লতিকা হালদারকে ফোন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। ফোন করে জানতে চাইলেন, ঠিকভাবে প্রচার চলছে তো? সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারছেন তো?এদিন ফোনে প্রথমেই লতিকা দেবী কোনও কেন্দ্রের কর্মী তা জানতে চান প্রধানমন্ত্রী। উত্তরে লতিকা জানান, উত্তর মালদা। টমালদার হবিবপুরের বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য লতিকা। তাঁর বুথে নির্বাচনী অভিযান কেমন চলছে সে বিষয়েও খোঁজ-খবর নেন মোদী। একইসঙ্গে বুথের সমস্ত কার্যকর্তাদের দায়িত্ব ঠিক করা হয়েছে কিনা তাও জানতে চান। উত্তরে লতিকা দেবী বলেন, আমার ওয়ার্ডে কাজ ভাল চলছে। সবাইকে দায়িত্ব পালনের জন্য বুঝিয়ে দিয়েছি। সবাইকে কাজ বুঝিয়ে দিয়েছি। এরপরই মোদীর মুখে শোনা যায় বাংলায় নির্বাচনী হিংসার কথা। ফোনে মোদী স্পষ্ট বলেন, দেখুন পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী হিংসা বড় খারাপ পরিস্থিতি তৈরি করে রেখে দিয়েছে। প্রচার করতে গিয়ে এমন কোনও ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে না তো? উত্তরে লতিকা বলেন, আমি মহিলাদের একত্রিত করে একজোট হয়ে প্রচার করছি। মোদী বলেন, আপনি তাহলে সব জায়গায় গিয়ে আপনাদের কথা বলতে পারছেন? উত্তরে লতিকা দেবী বলেন হ্যাঁ পারছি। কোনও সমস্যা হচ্ছে না।এরপরই কেন্দ্রীয় সরকারের বিনামূল্যে রেশনের ব্যাপারেও খোঁজ নেন মোদী। ফোনেই জানতে চান, ভারত সরকার যে বিভিন্ন সময় ফ্রি-তে রেশন দিচ্ছে এটা কি সকলে বুঝতে পারছে? এ ক্ষেত্রেও সদর্থক উত্তরও দেন লতিকা। এরপর ফের আরও একবার নির্বাচনী হিংসার কথা বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মোদী। এই আবহেও ঠিকভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। সমস্ত কর্মীদের ধন্যবাদও জানান। ফোনালাপের একদম শেষে এসে লতিকা দেবীকে মোদী বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ নির্বাচনী হিংসা। কিন্তু নির্বাচন কমিশন হিংসা রুখতে সমস্ত ব্যবস্থা করেছে। আপনারা বিভিন্ন প্রকল্পের কথা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিন। বুথের সমস্ত মানুষের কাছে যান। বিজেপির নীতির কথা বলুন। ভোটারদের সমস্ত তথ্য নিজের কাছে রাখুন।'

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেটাতে ঝাড়গ্রামে তড়িঘড়ি রুদ্ধদ্বার বৈঠকে অভিষেক

ঝাড়গ্রাম, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : নির্বাচন ঘোষণার পর বৃহস্পতিবার তৃণমূলের নম্বর টু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী কমিটির বৈঠক সারলেন। গত ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রটি চলে যায় বিজেপির দখলে। এবার তার কারণেই ঝাড়গ্রামের শীর্ষ নেতা প্রার্থীর সঙ্গে বৈঠক করতে খোদ আসলেন নম্বর টু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ ২৫মে, তার আগে আগামী লোকসভা ভোটের রণকৌশল ঠিক করতেই এই বৈঠক হয়। তবে পাশপাশি আর এই কর্মী বৈঠক নিয়ে উঠে এসেছে বেশ কিছু প্রশ্ন, এমন কি বিষয় ঘটলো যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে তড়িঘড়ি কপ্টারে করে ঝাড়গ্রামে আসতে হলো?। রাজনৈতিক মহলের দাবি, মূলত গতবারে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্যই ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে মাত্র ১১ হাজার ভোটে হারতে হয়েছিল তৃণমূলকে। আর এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব যাতে এইবারেও বিপদে না ফেলে তার জন্য আগাম সতর্কতা অবলম্বন করলেন। এই দিন নির্বাচন এর ৫৪ জনের যে কমিটি গড়া হয়েছিল, সেই ৫৪ জনের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি রুদ্ধ দ্বার মিটিং করেন।তৃণমূল সূত্রে জানা গেছে, মিটিং-এ তিনি পরিষ্কার বলে দেন সব রকম দ্বন্দ্ব মিটিয়ে প্রার্থীর জন্য দৌড়ান। ভোটের পর যার যা সমস্যা আছে সব সমস্যার কথা আমি নিজে শুনবো। দলের অন্দরে কানা ঘুষ সোনা যায় প্রার্থী কালিপদ সরেনকে নিয়ে বেশ কিছু নেতা অসন্তুষ্ট ছিলেন এইসব নেতারা মনে করেছিলেন তাদের দেওয়া নামেই থেকেই কোন একজন হবে। কিন্তু কালিপদবাবু নাম ঘোষণা হওয়ার পরেই তারা মুসরে পারেন বেশ কিছু নির্বাচনের মিটিং এ তারা অনুপস্থিত থাকেন এবং সেখান থেকেই দলের সন্দেহ জাগে আবার গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তত্ত্ব আর সেখান থেকেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তড়িঘড়ি এই কর্মী সভা বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। পাশাপশি এদিন নির্বাচনী কমিটির বৈঠকে সব ধরনের আলোচনা হয়। লোকসভা নির্বাচনে কিভাবে কাজ করতে হবে সকলকে সে সব বিষয়ে বলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

জলপাইগুড়ির জনসভা থেকে ঝড়ের রাতের অভিজ্ঞতা জানালেন মমতা

জলপাইগুড়ি, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : সম্প্রতি ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জলপাইগুড়ি। ঘটেছে মৃত্যু। আহতও হয়েছেন অনেকে। খবর পেয়ে ঝড়ের রাতেই জলপাইগুড়ি পৌঁছে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই দিন রাতে কী ভাবে জলপাইগুড়ি পৌঁছেছিলেন, বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির জনসভা বিস্তারিতভাবে জানালেন মমতা।

তিনি বলেন, 'যখন শুনলাম, অপেক্ষা করিনি, ছুটে এসেছি। আগে গৌতমকে পাঠিয়েছিলাম। ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কটা পর্যন্ত বাগডোগরায় বিমান নামে? ও বলল, আপনিই তো করে দিয়েছিলেন সাড়ে ১০টা। আমি ১১টায় পৌঁছোলাম। গৌতমদের বলেছিলাম, যতক্ষণ না যাব, তোমরা এলাকা ছাড়বে না। ওঁরা কথা শুনেছেন।' এছাড়াও ঝড়ে বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গে কী কী পরিষেবা দিয়েছেন সেই খতিয়ানও তুলে ধরেন মমতা। তিনি জানান, প্রশাসনের কেউ ঘুমায়নি, চিকিৎসকেরা ঘুমাননি। সকলের চোখে মুখে আতঙ্ক কাজ করছিল। পাশাপাশি তিনি যে চালসায়ও একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন সেই কথাও জানান এই সভায়।এক মাস পার হতে না হতেই ফের জঙ্গল মহলে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। আগামী ৮ এপ্রিল রাইপুরে জনসভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি খাতড়ায় প্রশাসনিক সভা করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রীর এই সভা নিয়ে কম সমালোচনা হয় নি। বিরোধীরা প্রশাসনিক সভার মোড়কে দলীয় সভা বলেও কটূক্তি করেন। ফের তাঁর এই সফর ঘিরে সমালোচনা শুরু হয়েছে।গত লোকসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলার দুটি আসনেই হার মানতে হয় তৃণমূলকে। বাঁকুড়া লোকসভা আসনে পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ সুব্রত মুখার্জিকে প্রার্থী করেও বিজেপির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। নির্বাচনী ময়দানে প্রথমবার প্রার্থী হয়ে প্রায় এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ভোটে জয়ী হন বিজেপি প্রার্থী ডাঃ সুভাষ সরকার। অপরদিকে বিষ্ণুপুর লোকসভা আসনটিও হাতছাড়া হয় তৃণমূলের। বিজেপির সৌমিত্র খাঁ জয় ছিনিয়ে নেন। এরপর বিধানসভা নির্বাচনে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও জেলায় বারোটি আসনের আটটিতে জয়ী হয় বিজেপি। পরপর দুটি বড় নির্বাচনেই বাঁকুড়াবাসী শাসকদলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় চিন্তিত তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

জীতেন্দ্র চৌধুরী

● প্রথম পাতার পর

হলো নির্বাচনী বন্ড। নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে দেশে রাজনৈতিক ডাকাতি হয়েছে বলে তার মত।দেশের রাজনৈতিক ও বিচার ব্যবস্থায় এটা একটা অভূতপূর্ব ঘটনা বলে শ্রী চৌধুরী মন্তব্য করেন। এই নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে শাসক দল কর্পোরেট দের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে আয়েসি জীবন যাপন করে। অবশেষে সুপ্রিম কোর্ট এটা যে বেআইনী এবং দুর্নীতির আঁতুর ঘর সেই বিষয়ে কড়া ও স্পষ্ট রায় দিয়েছে। অথচ এই বেআইনী নির্বাচনী বন্ডের অর্থেই শাসক দল নির্বাচন করে।

তৃণমূল বিজেপিকে কলকাতা উত্তরে কড়া টক্কর দিতে তৈরি কংগ্রেস

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স) : এবারের লোকসভা নির্বাচনে কড়া টক্কর হবে কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রে তৃণমূলের গতবারের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সদ্য বিজেপিতে আসা বরানগরের বিধায়ক তাপস রায় ও বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্যের মধ্যে হাড্ডা হাড্ডি লড়াই হতে চলেছে। যদিও নির্বাচন পর্বের সপ্তম দফায় এই কেন্দ্রে ভোট হবে। কিন্তু তার আগেই প্রচারে ঝড় তুলেছেন কংগ্রেস প্রার্থী প্রদীপ ভট্টাচার্য। তিনি বেলেঘাটা গান্ধী মূর্তিতে মাল্যদান করে প্রচার শুরু করেছিলেন।বৃহস্পতিবার ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড এর মহাজাতি সদনের সামনে থেকে বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী উত্তর কলকাতার প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রচার শুরু করলেন। কর্মীদের পাশাপাশি ছিলেন সন্তোষ পাঠক নেভেল কাউজার, তপন আগারওয়াল। ৪১ নম্বর ৪৩ নম্বর ও ২৩,২৪,২৫ নম্বর ওয়ার্ড প্রচার চালান বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী।

াঙ্গন

রাজ্যজুড়ে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট : কাল থেকে সাত জেলায় সাত ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ক্রিকেটাররা শেষ সময়ের প্রস্তুতি নিয়ে নিচ্ছে। অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটের পর এবার অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটের পালা। আগামী ৬ এপ্রিল থেকে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট শুরু হচ্ছে। ইতোমধ্যে ক্রীড়া সূচিও ঘোষণা করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী দলগুলিকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। এ-গ্রুপের দলগুলি হলো সদর-বি, তেলিয়ামুড়া, আমবাসা, খোয়াই। বি-গ্রুপের দলগুলি হলো সদর-এ, বিশালগড় মোহনপুর, সোনামুড়া, জিরানিয়া। সি-গ্রুপের দলগুলি হল ধর্মনগর, কৈলাশহর, কমলপুর, লংতরাইভ্যালি, গন্ডাছড়া।

ডি-গ্রুপের দলগুলি হলো উদয়পুর, বিলোনিয়া, শান্তিরবাজার, অমরপুর, সাব্রুম। প্রথম দিন ৬ এপ্রিল, সাত জেলার সাত মাঠে সাতটি ম্যাচ। ১৪ দলের খেলা। তেলিয়ামুড়ায় সদর-বি দল খেলবে আমবাসার বিরুদ্ধে। রানিরবাজার ক্রিকেট মাঠে জিরানিয়া ও সদর-এ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। বিশালগড়ে মোহনপুর খেলবে সোনামুড়ার বিরুদ্ধে। ধর্মনগরে লংতরাইভ্যালি ও ধর্মনগর পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। কৈলাশহরে কমলপুর ও কৈলাশহরের খেলা। উদয়পুরে সাব্রুম খেলবে উদয়পুরের বিরুদ্ধে। বিলোনিয়ায় শান্তিরবাজার ও বিলোনিয়া পরস্পরের মুখোমুখি হবে। গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলা ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। চারটি গ্রুপের সেরা চারটি দল খেলবে সেমিফাইনালে। ২১ ও ২২ এপ্রিল হবে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ। তবে ফাইনাল ম্যাচ হবে দুদিনের, ২৪ ও ২৫ এপ্রিল। উল্লেখ্য, সেমিফাইনাল ও ফাইনালের তিনটি ম্যাচ বানুটিয়ার তালতলা স্কুল মাঠে আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

টিসিএ-র মহিলা ক্রিকেটে জুটমিলের বিজয় রথ থামালো তরুণ সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টি-২০ ক্রিকেটের পর এবার ৫০ ওভারের টুর্নামেন্ট। জুট মিল কোচিং সেন্টারের বিজয় রথ থামালো তরুণ সংঘ। মোটকথা, তরুণ সংঘের কাছে আটকে গেলো জুটমিল প্লে সেন্টার। বৃহস্পতিবার তালতলা স্কুল মাঠে জুটমিল প্লে সেন্টার মুখোমুখি হয় তরুণ সংঘের। ম্যাচে তরুণ সংঘ ৯৩ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো জুটমিলকে। টস জিতে তরুণ সংঘ প্রথমে ব্যাট করে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ৪৪.৪ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে ১৭৯ রান। ব্যাট হাতে ঝুমকি দেবনাথ ৮০ বলে ৭০ রান করেন। এছাড়া সুলক্ষনা রায় ২৯, প্রিয়াংকা সাহা ১৯, বিজয়া ঘোষ ১৩, সুবর্ণা ঘোষ ১৩ রান করেন। অতিরিক্ত থেকে দল পায় ১৯ রানের ভরসা। বলে জুটমিলের পক্ষে শিউলি চক্রবর্তী তিনটি, দুটি করে উইকেটে ভাগ বসান নিকিতা সরকার, রুম্পা সিং ও নিকিতা দেবনাথরা। জয়ের জন্য জুটমিলের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১৮০ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে দল শেষ পর্যন্ত ২২.৪ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ৮৬ রানই করতে সক্ষম হয়। দলের ব্যাটসম্যানরা ভরসা দিতে পারেনি এই ম্যাচে। একমাত্র শিউলি চক্রবর্তীর ১৭ রান ছাড়া আর কেউই দুই অংকের রান করতে পারেন নি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোর আসে শ্রীমান অতিরিক্ত থেকে ২৭। যা দলের পরাজয় রুখতে পারেনি। বল হাতে তরুণ সংঘের পক্ষে সুলক্ষনা রায় ৫টি এবং প্রিয়াংকা সাহা দুটি উইকেট নেন। একটি করে উইকেট নেন সুস্মিতা তেলি ও পুস্পা সিনহারা। দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে সুলক্ষনা পায় প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

জয়ের ধারা অব্যাহত ইউ: ফ্রেন্ডসের টি-২০ আসরে হারালো ওপিসি-কে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা জয় ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসেরও। দ্বিতীয় দিনের প্রথম ম্যাচে সংহতিকে ২৭ রানে হারানোর পর বৃহস্পতিবারে দ্বিতীয় ম্যাচে ওল্ড প্লে সেন্টার কে ৬১ রানে পরাজিত করে টানা দ্বিতীয় জয়ের স্বাদ পেয়েছে। খেলা ছিল টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট আসর। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়।

নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৭৬ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ওল্ড প্লে সেন্টার ব্যাট করতে নেমে ৯ উইকেট হারিয়ে ১১৫ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ২০ ওভার শেষ হয়ে যায়। বিজয়ী ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর সেন্টু সরকারের ৪৩ রান, তেজস্বী যশোয়ালের ৩৭ রান এবং সৈকত দাশগুপ্তের ৩৪ রান উল্লেখযোগ্য। তেজস্বী ২৭ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভারি হাঁকিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৩৭ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। ওপিসি-র অধিনায়ক রাহুল চন্দ্র সাহা সর্বাধিক ২৩ রান পেলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা হয়নি। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর প্রিন্স রানা ১৭ রানে তিনটি এবং সৈকত দাশগুপ্ত ছয় রানে দুটি উইকেট পেয়েছে।

সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে পোলস্টারকে হারিয়ে জয়ে ফিরেছে ব্লাড

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরেছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। প্রথম ম্যাচে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব কে ৩৭ রানে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচেই ১২ রানে হারতে হয়েছিল স্ফুলিঙ্গের কাছে। তৃতীয় ম্যাচে ফের জয়ে ফিরেছে ১৩ রানের ব্যবধানে পোলস্টার ক্লাবকে হারিয়ে। খেলা ছিল টিআইটি মাঠে টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে পোলস্টার প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে ব্লাড মাউথ সীমিত ২০ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১২১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রবি কার্তিকেয়র ৪০ রান এবং দেবরাজ দে-র ২৭ রান উল্লেখযোগ্য। পোলস্টারের পৌরুষ মিশ্র দুটি এবং সুভাস চক্রবর্তী, চিরঞ্জীব দেবনাথ ও শ্যামল বিশ্বাস প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে পোলস্টারের ইনিংস শুরুতে আশাপ্রদ হলেও ৯ উইকেট হারিয়ে ১০৮ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ২০ ওভার শেষ হয়ে যায়। মোহাম্মদ আল বাহার দুর্দান্ত ৪২ রান পেলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। ব্লাড মাউথের সানি সিং ১৩ রানে একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে পোলস্টারের ভিত ভেঙে দেয়। এর সুবাদে দলের জয়ের পথ প্রশস্ত হয় এবং প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, অধিনায়ক সৌরভ দাস ও রবি কার্তিকেয় দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

তিন রানে ছয় উইকেট পেলো অন্তরা ব্লাডমাউথে ভরাডুবি চাম্পামুড়া সি.সি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ছয় জন ব্যাটার্সের শূন্য রান। ব্লাডমাউতের কাছে পুরোপুরি পর্যুদস্ত হয়েছে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার। মাত্র তিন রানের বিনিময়ে অন্তরা দাস একাই ছয়টি উইকেট তুলে নিয়েছে। এককথায়, অন্তরা দাসের বিষাক্ত বোলিং। আর এতেই কুপোকাৎ হয়ে গেল চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার। টিসিএ পরিচালিত সিনিয়র মহিলা আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট টুর্নামেন্টে বৃহস্পতিবার ঘটলো এই অঘটন। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে। ম্যাচে ব্লাডমাউথ ক্লাব ১০ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো চাম্পামুড়াকে। চাম্পামুড়ার একজন ব্যাটসম্যানও ভরসা যোগাতে পারেনি দলকে। প্রথমে ব্যাট করে চাম্পামুড়া দল ২৫.১ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে মাত্র ১৮ রান। দলের পক্ষে গিয়া মন্ডল ৬, মোনালি শর্মা ২, অতিরিক্ত থেকে দল পায় ৭ রানের ভরসা। ব্লাডমাউথ ক্লাবের হয়ে অন্তরা দাস একাই ৩ রান দিয়ে ৬ টি উইকেট ভেঙে দেন বিপক্ষের। এছাড়া, একটি করে উইকেট নেয় পায়েল নমঃ, নিবেদিতা দাস ও রুম্মা দাসরা। পাল্টা খেলতে নেমে ব্লাডমাউথ ক্লাব ৯ বল খেলেই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয় কোনও উইকেট না হারিয়েই। দেবাদৃতা দেব (১০) ও পূজা পালের (৮) ওপেনিং জুটিই দলকে জয় এনে দেয়। অনবদ্য বোলিং পারফরম্যান্সের সুবাদে অন্তরাকে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ফুটবল রেফারি ইন্সট্রাক্টর কোর্সে ত্রিপুরার অভিজিৎ, বিশ্বজিতের সাফল্য

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রেফারি ইন্সট্রাক্টর কোর্সে দারুন সাফল্য পেয়েছে ত্রিপুরার দুজন। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন আয়োজিত নর্থ-ইস্ট জোন ভিত্তিক রেফারি ইন্সট্রাক্টর কোর্সে ত্রিপুরার অভিজিৎ দাস সি-ক্যাটেগরিতে এবং বিশ্বজিৎ সাহা ডি-ক্যাটেগরিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। সি ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে স্বীকৃতি হবে সিনিয়র রেফারি ইন্সট্রাক্টর হিসেবে।

তাঁরা মূলতঃ পঞ্চম থেকে অষ্টম লেভেলের রেফারিদের গাইড করার পাশাপাশি নিজ নিজ রাজ্যের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারিদের ইনস্ট্রাকশন দেবেন। এদিকে, ডি ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে স্বীকৃতি হবে রেফারি ইন্সট্রাক্টর হিসেবে। তাঁরা মূলত ৭ম ও ৮ম লেভেলের রেফারিদের গাইড করার পাশাপাশি নিজ নিজ রাজ্যের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারিদের ইনস্ট্রাকশন দেবেন। আসামের গৌহাটিতে গত ৬ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি নর্থ-ইস্ট জোনের এই রেফারি ইন্সট্রাক্টর কোর্স সম্পাদিত হয়েছিল। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের ভিশন- ২০৪৭ কে সামনে রেখে এই ফলাফল ঘোষণার পাশাপাশি লাইসেন্স প্রাপ্ত রেফারিদের প্রতিবছরে অন্ততপক্ষে তিনটি বেসিক রেফারি কোর্সে অংশগ্রহণ এবং প্রতি দুই বছরে নিজেদের আরও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

গুজরাট টাইটান্স বনাম পঞ্জাব কিংস, হেড টু হেড রেকর্ডে কে এগিয়ে

আমেদাবাদ, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : আমেদবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে মুখোমুখি গুজরাট টাইটানস ও পঞ্জাব কিংস। আগের ম্যাচে গুজরাট সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৭ উইকেটে জিতেছে। আর লখনউ সুপার জায়ান্টসের কাছে ২১ রানে হেরে গেছে পঞ্জাব। এদিনের ম্যাচে হেড-টু-হেড পরিসংখ্যানে কে এগিয়ে:

** খেলা হয়েছে : ৩টি।

** গুজরাট টাইটান্স জিতেছে: ২টি।

** পঞ্জাব কিংস জিতেছে: ১টি।

** শেষ ফলাফল:

গুজরাট টাইটানস ৬ উইকেটে জিতেছে (মোহালি: ২০২৩)।

নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে গুজরাটের সামগ্রিক আইপিএল রেকর্ড:

** ম্যাচ হয়েছে: ** ১২টি।

* গুজরাট টাইটান্স জিতেছে: ৮টি।

** গুজরাট টাইটানস হেরেছে: ৪টি।

** গুজরাট টাইটানস সর্বোচ্চ স্কোর: ২৩৩ (২০) বনাম মুম্বই (২০২৩)।

** গুজরাট টাইটানস সর্বনিম্ন স্কোর: ১২৫ (২০) বনাম ডিসি (২০২৩)।

ফ্রেঞ্চ কাপ : পিএসজিকে ফাইনালে তুললেন এমবাপ্পে

প্যারিস, ৪ এপ্রিল (হি.স.): পিএসজি ছাড়ার মুহূর্তটা পিএসজিকে শিরোপা দিয়েই যেতে চান এমবাপ্পে। রিয়ালে মাদ্রিদে যাওয়ার আগে দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখিয়ে এই ফরাসি সুপারস্টার ফ্রেঞ্চ কাপের ফাইনালে তুললেন পিএসজিকে। সেমিফাইনালে রেঁনের বিপক্ষে পেনাল্টি মিস করেও নায়ক এমবাপ্পেই। কারণ জয়ের গোলটা তিনিই এনে দিয়েছেন। বুধবার ফ্রেঞ্চ কাপের সেমিফাইনালে রেঁনের বিপক্ষে এমবাপ্পের একমাত্র গোলেই জিতেছে পিএসজি। ফাইনালে পিএসজির প্রতিপক্ষ অলিম্পিক লিওঁ। আগামী ২৫ এপ্রিল হবে ফাইনাল। এই টুর্নামেন্টে রেকর্ড ১৪বার শিরোপা জিতেছে প্যারিসিয়ানরা।

No. F.5(30)RD/TRLM//2022/92-97
Dated 02/04 2024
MEMORANDUM

The Request for Proposal (RFP) for "Hiring of Proposal (RFP) for "Hiring of agency -for mass media communication, social media communication, Advertisement and digital marketing for promoting activities under TRLM" vide No. F.5(30)-RD(TRLM)/2022/16391 dated 24/01/2024 is hereby cancelled due to unavoidable circumstances.

ICA/C-01-24

Signed by Brahmneet Kaur
(Dr.BraunofZAS)
Reasonproved Officer
Tripura Rural Livelihood Mission

Notice regarding information on General, Expenditure & Police Observers for Dhalai District in respect of 2-Tripura East (ST) Parliamentary Constituency in c/w General Election to Lok-Sabha,2024

This is for information of general public /contesting candidates / Political Parties that the following Officers are appointed as **General, Expenditure & Police Observers** by the **Election Commission of India** in respect of 2-Tripura East (ST) Parliamentary Constituency in connection with General Election to Lok-Sabha,2024. The name, contact number & local address of the Observer are given below:-

General Observers					
Name of the General Observer	Contact Number	Local Address	Assigned Assembly Segment	Name & Contact number of Liaison Officer	Visiting time
Mr. Bhaskar Katamneni, IAS	7629938658	Circuit House, Ambassa	24 to 29 & 44 to 49 Assembly Segment	Sri Bhrigu Debbarma, EE, PWD (R&B), 9862254394(M)	9.30 AM to 10.30 AM everyday
Mr. Sachindra Pratap Singh, IAS	7629938659	Circuit House, Ambassa	37 to 43 & 50 to 60 Assembly Segment	Sri Tapan Mitra Chakma, District Co-Ordinator (DC), TRLM, 8837334017 (M)	9.30 AM to 10.30 AM everyday
Expenditure Observers					
Name of the Expenditure Observer	Contact Number	Local Address	Assigned Assembly Constituency	Name & Contact number of Liaison Officer	Visiting time
Reuben Mathew Jacob, IRS	7629938690	Circuit House, Ambassa	24 to 29 & 37 to 60	Shantanu Jamatia, JE, IE, 9862739757 (M)	10.00 AM 12.00 Noon Monday, Wednesday & Friday
Police Observer					
Name of the Police Observer	Contact Number	Local Address	Assigned Assembly Constituency	Name & Contact number of Liaison Officer	Visiting time
Mr. Bhushan Gulabrao Borase, IPS	7628935422	Circuit House, Ambassa	24 to 29 & 44 to 49 Assembly Segment	SI (UB) Chayan Chakraborty, 7005079848 (M)	9.30 AM to 10.30 AM everyday
Dr. (MS) Z. Annie Vijaya, IPS	7629938642	Circuit House, Ambassa	37 to 43 & 50 to 60 Assembly Segment	SI (AB) Ajoy Paul, 7005711020 (M)	9.30 AM to 10.30 AM everyday

ICA/D-11/24

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

কোচবিহারে নির্বাচনী সভায় প্রধানমন্ত্রী

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম আর্থিক শক্তি হিসাবে ভারতকে গড়ে তুলতে হবে

কোচবিহার, ৪ এপ্রিল (হি.স.): দেশকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম আর্থিক শক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার প্রয়োজন। বৃহস্পতিবার কোচবিহারের নির্বাচনী জনসভায় এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, দুর্বল সরকারে কাজ হবে না। শক্তিশালী সরকার দেয় একমাত্র মোদী। মোদী ভারতের জনগণের সামান্য সেবক। ১৪০ কোটি জনগণের স্বপ্ন পূরণ করতে হবে মোদীকে। তাই 'মোদী কা গ্যারান্টি'-র উপর ভরসা রাখুন। লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর বৃহস্পতিবার প্রথম পশ্চিমবঙ্গে এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কোচবিহারের বিদায়ী সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের সমর্থনে জনসভা করেছেন তিনি। তাঁর সভা উপলক্ষে কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে জনসমাগম হয়েছে বিপুল। কোচবিহারের মঞ্চে মোদীকে দোতারা উপহার দেওয়া হয়। মঞ্চে সেই বাদ্যযন্ত্র হাতে নিয়ে তিনি বাজিয়েওছেন।

ভাষণের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান মোদী। বলেন, "আগের বার আমি এখানে যখন সভা করতে এসেছিলেন, মাঠের মাঝে মঞ্চ বানিয়ে উনি ময়দান ছোট করে দিয়েছিলেন। এ বার তেমন কিছু করেননি।" প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'একবিংশ শতাব্দীর এই সময়টা ভারতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটাই সময় বিকশিত ভারত গড়ার। যখন ভারত উন্নত হবে, তখন বাংলাই হবে তার সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, '১০ বছরে ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বার করেছে বিজেপি সরকার। আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কারণ আমাদের উদ্দেশ্য সৎ। তাই আমরা দেশের উন্নতি করতে পেরেছি। যেখানে বাকি সকলের আশা শেষ হয়, সেখান থেকে 'মোদী কি গ্যারান্টি' শুরু হয়।"

২২ কেজি গাজা উদ্ধার গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে আগরতলা রেল স্টেশনে অভিযান চালিয়ে ২২ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বলে। সাথে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জনৈক রেল পুলিশ।

জনৈক রেল পুলিশ জানিয়েছেন, গোয়েন্দা সূত্রে খবর আসে আগরতলা- বহিঃরাজ্যের উদ্দেশ্য গাজা পাচার করা হবে।ওই খবরের ভিত্তিতে জিআরপিএফ, আরপিএফ ও টিএসআর আগরতলা রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন দুইজনকেকে আটক করে রেলপুলিশ।তাদেরকে তল্লাশি চালিয়ে দুইটি ব্যাগে মোট ২২ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। সাথে দুইজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের একজনের বাড়ি বিহার, আরেক জনের বাড়ি সোনামুড়ায় বলে জানিয়েছেন তিনি।

ডাকাতি কান্ডে ধৃত জুয়েলারি মালিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৪ এপ্রিল।। কুখ্যাত ডাকাত সর্দার নাজিম উদ্দিন ধরপাকড় কান্ডে অবশেষে ধৃত এক জুয়েলারি মালিক। এমর্মে চুরাইবাড়ি পুলিশ ধৃতকে জেলা আদালতে সোপর্দ করেছে।গত ২৯ মার্চ শুক্রবার মাঝরাতে ত্রাস সৃষ্টিকারী কুখ্যাত ডাকাত সর্দার নাজিম উদ্দিনকে আটক করার পর উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি, বাগবাসা ও ধর্মনগর থানার পুলিশের হাতে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। আর ৩০ মার্চ ধৃত ডাকাত নাজিমকে ধর্মনগর জেলা ও দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হলে মাননীয় বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ডের নির্দেশ দেন। এরপর ধর্মনগর থানায় তাকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে চুরি যাওয়া বাইক সহ একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্যের সন্ধান পায় পুলিশ।

পুলিশের একটি বিশেষ মহল থেকে জানা গেছে, গত ২৯ মার্চ শুক্রবার রাতে বাংলাদেশ থেকে ধর্মনগর ভাগ্যপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতের মাটিতে প্রবেশ করে ডাকাত নাজিম উদ্দিন। পরবর্তীতে তার এক সহযোগী নিয়াজ উদ্দিন ও অনান্যদের সাথে নিয়ে উত্তর গঙ্গানগর একটি জঙ্গলে আস্তানা গাড়ে নাজিম ও তার সাগরেদরা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পাশের একটি সম্ভ্রান্ত বাড়িতে ডাকাতি করা। তখন রাত প্রায় দুইটা ছুই ছুই,ডাকাত দল জঙ্গলে ভাত খেয়ে ডাকাতির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে ঠিক ঐ সময় গোপন খবরের ভিত্তিতে চুরাইবাড়ি থানার ওসি সমরেশ দাস, বাগবাসা থানা সহ জেলা পুলিশসুপারের একটি বিশেষ দল ঐ জঙ্গলে হানা দেয়।

হানা দেওয়া মাত্র কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই ডাকাত সর্দার নাজিমকে ধরে ফেলে পুলিশ। তখন তার সাথে থাকা অপর ডাকাত নিয়াজ পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে ঐ জঙ্গল থেকে দুটি দেশি বন্দুক,দুটি দা,দুটি কাঁটার, লাঠি,কম্বল ইত্যাদি উদ্ধার করে পুলিশ। পরবর্তীতে এই মামলাটি দেওয়া হয় ধর্মনগর থানার সেকেন্ড ওসি সুলেমান রিয়াংকে। তিনি মামলা হাতে নিয়ে জোর তদন্ত শুরু করেন।

এদিকে চুরাইবাড়ি থানার ওসি সমরেশ দাস ডাকাত সর্দার নাজিমের পূর্ব রেকর্ড বের করতে তদন্ত শুরু করেন। তিনিও তদন্তে নেমে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্যের সন্ধান পান। তিনি জানতে পারেন, ধৃত নাজিম ২০১৫ সালে জিরানীয়াতে একটি দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত করেছিল। তাছাড়া গত মাসে চুরাইবাড়ি থানাধীন লক্ষীনগর এলাকায় একটি ডাকাতি কান্ড সংঘটিত করে। আর ঐ ডাকাতি করে যে সমস্ত স্বর্ন নিয়ে আসে তা কদমতলার ইন্ডিয়ান ক্লাব সংলগ্ন এলাকার জনৈক বাসিন্দা শ্যামলাল দে(৪০), পিতা মৃত মানিক লাল দে)র নিকট বিক্রি করে। শ্যামলাল দের জুয়েলারি দোকান অসমের কাঁঠালতলী এলাকায়।

এরইমাঝে ধর্মনগর থানার পুলিশ মঙ্গলবার দুপুরে ধৃত ডাকাত নাজিমকে সাথে নিয়ে উত্তর গঙ্গানগরের ঐ জঙ্গল থেকে একটি পালসার ২২০ সিসি বাইক উদ্ধার করে। এদিকে বুধবার দুপুর পৌনে একটা নাগাদ চুরাইবাড়ি থানার ওসি সমরেশ দাস কদমতলা থানার সহযোগিতা নিয়ে শ্যামলালের বাড়িতে হানা দিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। তবে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ কোন কিছুই প্রকাশ করতে চাইছে না। ঘটনার তদন্ত ক্রমে পুলিশের হাতে আরো তথ্য লাগবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন পুলিশের আধিকারিক গণ।

নির্বাচনী প্রচারসজ্জা নষ্টের অভিযোগ তুলল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রচার সজ্জা নষ্টের অভিযোগ করল কংগ্রেস দল। বৃহস্পতিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রচারসজ্জা নষ্টের অভিযোগ তুলেছেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস সম্পাদিকা জারিতা লাইতফ্লাং। তিনি বলেন, নির্বাচনী প্রচারের জন্য শহরের বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রেসের প্রচার শোধরা লাগানো হয়েছিল। কিন্তু যেখানে যেখানে কংগ্রেসের প্রচার সজ্জা লাগানো হয়েছে সেখান থেকে সেগুলি সরিয়ে বিজেপির প্রচার, হোডিং লাগানো হয়েছে। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি। তিনি আরো বলেন নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ করা হলে তারা বলেন প্রমাণ দেখানোর জন্য। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

ব্রাউন সুগার সহ আটক এক মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে প্রতিদিন রাজ্যের কোথাও না কোন এলাকা থেকে নেশা সামগ্রী উদ্ধার হচ্ছে। বাদ যাচ্ছে না মহিলারাও। ফের রেলপথকে কাজে লাগিয়ে নেশা সামগ্রী পাচারের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়া এক মহিলাকে আটক করেছে রেল পুলিশ।

বৃহস্পতিবার যোগন্দ্রনগর

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমায় ভোট দেওয়া মানে তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়া: কঙ্গনা

মান্ডি, ৪ এপ্রিল (হি. স.): এই নির্বাচন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচন। তাই মান্ডি লোকসভা কেন্দ্রে কঙ্গনা রানাউতকে ভোট দেওয়া মানেই তা হলো মোদীর কাছে যাওয়া। বৃহস্পতিবার প্রচারে বেরিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন মান্ডির বিজেপি প্রার্থী কঙ্গনা রানাউত।প্রচারে বেরিয়ে কঙ্গনা একটি জনসভায় আরও বলেন, সিনেমায় তিনি কাজ করেছেন। যার জন্য মানুষ তাঁকে চেনেন। দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশের মানুষের কাছেও তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় একজন অভিনেত্রী হিসেবে। কিন্তু রাজনীতিক হিসেবে তাঁকে ভোট দেওয়ার অর্থ, তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে পৌঁছে দেওয়া।

গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে নয়, নিজেদের রাজনৈতিক ময়দানে টিকিয়ে রাখতে ঐক্যবদ্ধ লড়াই করছে সিপিএম কংগ্রেস: বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। কংগ্রেস এবং সিপিএম ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বার্থরক্ষা লড়াইয়ে নেমেছেন। আজ সাংবাদিক সম্মেলন করে ইন্ডিয়া জোটের সদস্যের এমনভাবেই আক্রমণ করেছেন প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। ঐদিন প্রদেশ বিজেপি কার্যালয় এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস এবং সিপিআইএমের বিরুদ্ধে একাধিক প্রশ্ন তুলে ধরেন প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র।

তিনি বলেন কংগ্রেস এবং সিপিএম ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইন্ডিয়া জোট গঠন করে গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ের নাড়া দিচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য লড়াইয়ে নেমেছে। তিনি বলেন সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছে তাদের রাজনীতি। যেই কংগ্রেস এবং সিপিএম একে অপরকে শত্রু মনে করত সেই দুই দলই আজ গোপন আঁতাত তৈরি করেছে।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বাম ঘটে যাওয়া খুনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন প্রদেশ মুখপাত্র। তিনি বলেন, রাজ্যের বুকে ঘটে যাওয়া এই বাম আমলের খুনের ঘটনায় কংগ্রেসকে দায়ী করেছিল সিপিএম। কিন্তু এবারে তাদের সঙ্গেই ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক দিচ্ছে। এই লড়াই গণতন্ত্রের স্বার্থে নয়। ব্যক্তি স্বার্থ এবং নিজেদের রাজনৈতিক ময়দানে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বলে দাবি করেন নবেন্দু ভট্টাচার্য।

লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ধর্মনগরে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৪ এপ্রিল : আসন্ন সাধারণ অষ্টাদশ ২০২৪ সাধারণ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ ধর্মনগর বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের উপস্থিতিতে ৫৬ ধর্মনগর বিধানসভার অন্তর্গত মন্ডল সভাপতি, সমস্ত বুথ সভাপতি, বুথ বিস্তারক গন, পৃষ্ঠা প্রমুখদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন জানিয়েছেন, আগামী শনিবার অর্থাৎ ৬ই এপ্রিল ধর্মনগরে একটি রোডস তে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, ভারতীয় জনতা পার্টি দলের পূর্ব আসনের মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মা যোগদান করবেন। এই লক্ষ্যেই সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ভারতীয় জনতা পার্টি দলের পক্ষ থেকে।

অধ্যক্ষ আরো জানিয়েছেন, প্রথমে কাঞ্চনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে দ্বিতীয় কুর্তি কদমতলা বিধানসভা কেন্দ্রে এবং শেষে ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রে আসবেন।

সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ৫৬ বিধানসভা ধর্মনগর বিধায়ক তথা ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, ধর্মনগর মন্ডল সভাপতি শ্যামল নাথ, ধর্মনগর পুরো পরিষদের চেয়ারপারসন প্রদ্যুৎ দে সরকার, ধর্মনগর পুরো পরিষদের ভাইস চেয়ারপারসন মঞ্জু নাথ সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা

মন্মথপুরে ভারত সেবাশ্রমের চিকিৎসা পরিষেবার সূচনা

মন্মথপুর, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : মন্মথপুরে ভারত সেবাশ্রমের চিকিৎসা পরিষেবার সূচনা করা হয়েছে। জানা গেছে, গ্রামের গরীব ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় কাকদ্বীপ ব্লকে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গ্রামীণ সেবাকেন্দ্র মন্মথপুর প্রণব মন্দিরের কাছে চালু করা হয়েছে স্বামী প্রনবানন্দ মেডিক্যাল পরিষেবা। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কার্যকরী সভাপতি স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী মহারাজ এই পরিষেবার উদ্বোধন করেন। তিনি জানান, এখন থেকে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সাধারণ বিভাগ চালু হলো।

৬ দিনের লড়াই শেষে আহত ব্যক্তির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৪ এপ্রিল।। ছয়দিন মৃত্যুর সাথে লড়াই করার পর জিবি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বাইক দুর্ঘটনায় আহত প্রীতম মালাকার। অসহায় গরীব পরিবারের পাশে দাঁড়াক সরকার, দাবি সাধারন নাগরিকের। ঘটনায় গোটা গ্রাম শোকস্তব্দ। তার মৃতদেহ গ্রামে নিয়ে আসা হলে পরিবারের লোকজন থেকে শুরু করে পাড়া পড়শী কান্নায় ভেঙে পড়ে।

উল্লেখ্য গত ২৯ মার্চ শুক্রবার সন্ধ্যা রাতে প্রীতম মালাকার কৈলাসহর টিলাবাজার থেকে নিজ বাড়ি অর্থাৎ নয়াপতন যাওয়ার সময় এক দ্রুতগামী বাইক আরোহী পথচারী প্রীতম মালাকারকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই প্রীতম মালাকার রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। অগ্নি নির্বাপক বাহিনী আহত প্রীতম মালাকার কে উদ্ধার করে প্রথমে কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কৈলাসহরের জেলা হাসপাতাল থেকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

আগরতলা জিবি হাসপাতালে প্রীতম মালাকার দীর্ঘ ছয় দিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে আজ দুপুর ১১টায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। দুর্ঘটনার পর কৈলাসহর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু পুলিশ এখন পর্যন্ত এই মামলার কোন তদন্তকরেনি বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ।

প্রীতম মালাকারের আত্মীয় স্বজনরা কৈলাসহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, ঊনকোটি জেলা পুলিশ সুপার, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবী করছেন। নিহত প্রীতম মালাকারের বাবা অসিত মালাকার অত্যন্ত গরিব দীন মজুরী কাজ করে সংসার পরিচালনা করছেন। এই অসহায় দরিদ্র অসিত মালাকারের পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য কৈলাসহর মহকুমা প্রশাসনের কাছে এলাকাবাসীরা আবেদন জানিয়েছেন।

লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে ভিনরাজ্যে মমতা

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : লোকসভা ভোটের প্রচারে এবার ভিন রাজ্যেও যাবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। বৃহস্পতিবার দলীয় সূত্রে জানা গেছে, চলতি মাসেই তিনি যেতে পারেন উত্তর প্রদেশে।উত্তর প্রদেশের ভদোহী আসনটি এবারের ভোটে সমাজবাদী পার্টি ছেড়েছে তৃণমূলকে। সেখান থেকে ঘাসফুল শিবিরের প্রার্থী হিসেবে ললিতেশ পতি ত্রিপাঠীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর হয়ে ভোট চাইতে উত্তর প্রদেশেও প্রচার করতে যেতে পারেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।উল্লেখ্য, উনিশের লোকসভা ভোটের আগেও তৃণমূল নেত্রী ভিন রাজ্যে গিয়ে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার করেছেন। এবারেও তার ব্যতিক্রম হবেনা বলেই মনে করছে রাজনৈতিকমহল।

বিচারপতি মান্থার নির্দেশে খুলল মতুয়া মহাসঙ্ঘের অ্যাকাউন্ট

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : মতুয়া মহাসঙ্ঘের অ্যাকাউন্ট নিয়েই মামলা চলছিল কলকাতা হাইকোর্টে। এবার সেই মামলায় এফআইআর নিয়ে প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। অভিযোগের সত্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। মতুয়া মহাসঙ্ঘের যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছিল, তা শর্তসাপেক্ষে খুলে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি। বিচারপতি মান্থার বক্তব্য, 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসাই এমন শত্রুতা বাড়ানোর মূল কারণ।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ও তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতা বালা ঠাকুরের মধ্যে দ্বন্দ্বের জেরেই এই মামলা।মহাসঙ্ঘ আসলে কে চালান? তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি এদিন বলেন, দু'পক্ষই যেহেতু রাজনৈতিকভাবে দুটি ভিন্ন মেরুতে আছে, সেখানে ক্ষমতায় বসা নিয়ে এই দন্দ্ব অস্বাভাবিক নয়।

পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ৯ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। পূর্ব(এসটি) ত্রিপুরা লোকসভা আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মোট ৯জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। পূর্ব (এসটি) ত্রিপুরা লোকসভা আসনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন আজ বৃহস্পতিবার। আজ নির্দল প্রার্থী সন্তোজয় ত্রিপুরা এই লোকসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।পূর্ব (এসটি)ত্রিপুরা লোকসভা আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যে ৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তারা হলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির কৃতি দেবী দেববর্মণ, নির্দলপ্রার্থী কৃষ্ণ মোহন জমাতিয়া, নির্দলপ্রার্থী দর্শন কুমার রিয়াং, নির্দল প্রার্থী কল্প মোহন ত্রিপুরা, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র রাজেন্দ্র রিয়াং, নির্দল প্রার্থী শত্রুঘ্ন জমাতিয়া, নির্দল প্রার্থী অর্চনা উরাং, আইএনপিটি দলের প্রার্থী শিবচন্দ্র দেববর্মা এবং নির্দল প্রার্থী সন্তোজয় ত্রিপুরা। শুক্রবার মনোনয়নপত্রগুলি স্কুটিনি করা হবে।

অল্পের জন্য রক্ষা! মেডিকেল কলেজে আগুন

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স): ভর দুপুরে হঠাৎই আগুন লাগে মেডিকেল কলেজের এমসিএইচ বিল্ডিংয়ে। মুহূর্তের মধ্যে মেডিকেল কলেজে থাকা রোগী ও আত্মীয়দের মধ্যে হুলস্থুল পড়ে যায়।

আতঙ্কে দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে তারা ছুটতে শুরু করে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ খবর দেয় দমকলে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুটি ফায়ার টেন্ডার দ্রুততার সঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।আগুনের থেকে ধোঁয়ার চাপ অত্যাধিক বেশি থাকায় রোগীর আত্মীয়-স্বজনদেরকে সরানো হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনটে বেজে পাঁচ মিনিটে আগুন লাগে।চার তলার একটি ঘরে আগুন লাগে।আগুনের তীব্রতা কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে প্রাথমিক ভাবে। তবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে আগণ লাগার কারণ।

করিমগঞ্জে শক্তি প্রদর্শন কংগ্রেসের

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ এপ্রিল (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী সফরের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই করিমগঞ্জে শক্তি প্রদর্শন করল কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেসের কোনও কর্মকর্তা উপস্থিত না থাকলেও আজ বৃহস্পতিবার প্রার্থীর মনোনয়ন দাখিল পর্বে জনসমুদ্রে পরিণত হয় সীমান্ত শহর করিমগঞ্জ। আগামী ২৬ এপ্রিল করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে হবে ভোটগ্রহণ। রাজ্যে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের মনোনয়ন পেশের শেষ দিন রীতিমতো চমক দেখালেন কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী।

আজ বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয় পর্যায়ের মনোনয়ন দাখিলের অন্তিম দিন বিশাল মিছিল করে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক মৃদুলকুমার যাদবের কাছে মনোনয়ন পত্র দাখিল করছেন সাত নম্বর করিমগঞ্জ লোকসভা আসনের কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী। বেলা একটায় মনোনয়ন পত্র পেশ করেছেন হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন দুপুরে কানিশাইল থেকে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে হুড খোলা মাহিন্দ্র থারে দাঁড়িয়ে বিশাল কর্মী-সমর্থককে নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী আসেন জেলাশাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণে। তারপর মাহিন্দ্র থার থেকে নেমে দলের প্রাক্তন ও বর্তমান জেলা সভাপতি যথাক্রমে সতু রায় ও রজত চক্রবর্তী সহ চারজনকে সঙ্গে নিয়ে ডিস্ট্রিক্ট রিটার্নিং অফিসার মৃদুল যাদবের হাতে তাঁর মনোনয়নপত্র তুলে দেন করিমগঞ্জের কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী।শোভাযাত্রায় সঙ্গে ছিলেন বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা সতু রায়, হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস সভাপতি, কাটিগড়ার বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজুমদার, রাজ্য বিধানভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ বিজেপি-ত্যাগী সদ্য কংগ্রেসি সোনাইয়ের প্রাক্তন বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর সহ অনেকে।বৃহস্পতিবার মনোনয়ন পেশ করে করিমগঞ্জ থেকে গণতন্ত্র এবং সংবিধান রক্ষার ডাক দিয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী। বলেন, দেশে বর্তমানে একটি শক্তি রয়েছে যারা দেশের গণতন্ত্র ও সংবিধানকে ধ্বংস করতে চায়। অন্যদিকে একটি শক্তি আছে যারা সংবিধানকে রক্ষা করছে এবং আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে রক্ষা করে আসছে।হাফিজ বলেন, ভারতের অন্তরাত্মার জন্য এই লড়াই। ঘৃণা, দুর্নীতি, অবিচার, যা ভারত মাতার কণ্ঠরোধ করতে চায়, তার হাত থেকে গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই এবারের নির্বাচন। এবারের নির্বাচন দেশকে রক্ষা করার লড়াই। যাঁরা সংবিধানকে মানতে চায় না এবং অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে, তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জিততে হবে।হাফিজ রশিদ বলেন, করিমগঞ্জে তাঁর বাড়ি। তবুও বৃহস্পতিবারের শোভাযাত্রায় দুই জেলার মানুষ যে ভালোবাসা, স্নেহ, সম্মান দিয়েছেন তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। বলেন, মানুষের মধ্যে চাপা ক্ষোভ রয়েছে। ডিলিমিটেশন নিয়ে দুই জেলার মানুষ নীরবে চোখের জল ফেলছেন। এর প্রমাণ মিলবে ভোটের দিন। নিজের জয় নিয়ে আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যেভাবে মানুষ এগিয়ে এসেছেন, তাতে কংগ্রেসের বিজয়রথ আটকাতে পারবে না কোনও শক্তিই।কংগ্রেস প্রার্থী বলেন, গতকাল বুধবার করিমগঞ্জে মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী জনসভা থেকে দ্বিগুণ মানুষ হয়েছেন আজকের কংগ্রেসের রেলিতে। কোনও উচ্চস্তরের নেতা না থাকা সত্ত্বেও ২০ থেকে ২৫ হাজার ভোটার নিজের খরচায় এগিয়ে এসে যোগদান করেছেন কার্যসূচিতে। কংগ্রেসের এক-একজন ভোটারই হচ্ছেন এক-একজন সিএম, বিধায়ক সহ প্রার্থী। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দিলে জেলার মানুষকে ৫ হাজার টাকা খরচ করে গুয়াহাটিতে গিয়ে দেখা করতে হবে, সাংবাদিকদের এমন এক প্রশ্নের উত্তরে হাফিজ রশিদ বলেন, এটা কোন পঞ্চায়েত বা পুরসভা নির্বাচন নয়। মানুষ ভোট দিয়ে এম পি বানাবেন দিল্লি পাঠানোর জন্য। জেলার ন্যায্য আদায়ে দিল্লিতে লড়াই করতে হবে। এনজিও বা ঠিকাদারি করার জন্য ভোটাররা ভোট দিয়ে সাংসদ নির্বাচিত করেন না।

পাচারকালে ৪ মহিষ সহ ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ৪ এপ্রিল।। বাংলাদেশে অবৈধভাবে মহিষ পাচার করতে গিয়ে বিএসএফ জওয়ানের হাতে আটক হয়েছে এক যুবক। সঙ্গে চারটি মহিষকে উদ্ধার করেছে জওয়ানরা।ইয়াকুবনগরস্থিত বিএসএফের ১৩৯নং ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা যখন ইয়াকুবনগর ভারত বাংলা সীমান্ত এলাকায় টহলদারি চালাচ্ছিল তখন কিছু পাচারকারী বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে চারটি মহিষ নিয়ে ওই এলাকায় আসে। বিএসএফ জোয়ানরা তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে পিছু দাওয়া করতেই ওই পাচারকারীরা চারটি মহিষ ফেলে চলে যেতে সক্ষম হয়। পাচারকারীদের মধ্যে থেকে এক যুবককে আটক করতে সক্ষম হয় বিএসএফ জওয়ানরা।পরবর্তীতে গতকাল বিকাল তিনটা নাগাদ ইয়াকুবনগরস্থিত বিএসএফের ১৩৯নং ব্যাটেলিয়ানের বিওপি থেকে চারটি মহিষ সহ ওই যুবককে কদমতলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কদমতলা থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট ধারায় একটি মামলা রুজু করে, যার নম্বর ২১/২৪ কদমতলা থানা। প্রাথমিক তদন্তের পর মহিষ গুলিকে গোশালায় পাঠানো হয়। কদমতলা থানার পুলিশের হাতে মহিষ পাচারের সাথে যুক্ত থাকার জন্য গ্রেপ্তার হওয়া যুবক যার নাম মোঃ আসমত আলী (১৯) পিতা আব্দুল আলী, যার বাড়ি ইচাইলালছড়া ২ নং ওয়ার্ড এলাকায়। তাকে জেলা আদালতে প্রেরণ করে কদমতলা থানার পুলিশ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।